রাঁচি, রবিবার
02:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

08

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>258 >>16 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৫৮ >> << ১৬ই, আষাঢ় ১৪৩০>>

পাকিস্তান স্বল্পমেয়াদী ৩০০ কোটি ডলারের বেইলআউট ঋণের জন্য আইএমএফ-এর অনুমোদন পেয়েছে

নিউ ইয়র্ক : পাকিস্তান তার অর্থপরিশোধের স্বল্পমেয়াদী তীব্র ভারসাম্য সংকট মোকাবিলা করতে এবং সম্ভাব্য ঋণ খেলাপি এড়াতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে ৩০০ কোটি ডলার ঋণ কর্মসূচির প্রাথমিক অনুমোদন পেয়েছে। শুক্রবার উভয় পক্ষই চুক্তিটি ঘোষণা করেছে। তারা বলেছে, স্ট্যান্ডবাইএরেঞ্জমেন্ট বা এসবিএ, নয় মাসব্যাপী বিস্তৃত। এটি আইএমএফ নির্বাহী বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে জুলাইয়ের মাঝামাঝি নাগাদ বিবেচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জুনের মাঝামাঝি সময়ে প্রায় ৩৫০ কোটি ডলারে নেমে এসেছে যা ঐতিহাসিকভাবে সর্বনিম্ন। এটি আইএমএফনির্দেশিত তিন মাসের কভারের বিপরীতে দেশটিতে মাত্র কয়েক সপ্তাহের আমদানি ক্রয়ের জন্য যথেষ্ট। আইএমএফ তাদের ওয়েবসাইটে বলেছে, নতুন তহবিল কর্মসূচি সাম্প্রতিক বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ বিপত্তি থেকে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করার জন্য দেশের তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টাকে সহায়তা করবে। ৩০০ কোটি ডলারের ঋণ পাকিস্তানের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি।

বাজার দর
SENSEX : 64718.56 +803.14
NIFTY : 19189.05 +216.95

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
32.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .39 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .06 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপে আঘাত হানলো যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট

ওয়াশিংটন : যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ এর (অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন) ব্যবহারকে চূড়ান্তভাবে বাতিল করে দিয়েছে। রায় দিয়েছে যে, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে সহায়তার জন্য কোনো শিক্ষার্থীর বর্ণকে বিবেচনায় নেয়া অসাংবিধানিক। ৬৩ রায়ে, আদালতের রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকগণ নির্দিষ্টভাবে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তর ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে বাতিল করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে দেশের প্রাচীনতম প্রাইভেট এবং পাবলিক কলেজ। উচ্চ আদালতের এই রায়ের ফলে, যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বর্ণ বিবেচনা না করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী ভর্তি করার বিষয়ে নতুন পথের সন্ধান করতে হবে। যেমন, শিক্ষার্থী ভর্তি জন্য এখন সম্ভাব্য শিক্ষার্থীর পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তারা যে সম্প্রদায়ে বেড়ে উঠেছে তার ধরণের দিকে আরো ঘনিষ্ঠ মনোযোগ দিতে হবে। আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকদের পক্ষে লিখিত বয়ানে, প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস বলেন, অনেক দিন ধরে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভুলভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে একজন ব্যক্তির পরিচয় বিচার করার সূচকগুলো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করা, দক্ষতা তৈরি করা বা শিক্ষা নয় বরং তাদের ত্বকের বর্ণকে সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আমাদের সাংবিধানিক ইতিহাস এই পদ্ধতিকে মেনে নেয় না। শত শত স্কুল কয়েক দশক ধরে বর্ণগত সংখ্যালঘুদের ভর্তি বাড়ানোর জন্য এক মাত্রা থেকে অন্য মাত্রায় ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে, যেখানে কেবল শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য ছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী সংস্থাগুলোও ইতিবাচক পদক্ষেপ পরিকল্পনা ব্যবহার করেছে। তবে, বৃহস্পতিবারের রায় শুধুমাত্র কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য প্রযোজ্য। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন,আমি আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে অত্যন্ত জোরালোভাবে দ্বিমত পোষণ করি। আমি বিশ্বাস করি, বর্ণগতভাবে বৈচিত্র্যময় হলেই আমাদের কলেজগুলো আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নেটোর নেতা নির্বাচন নিয়ে সদস্যরা দ্বিধাগ্রস্ত

নিউ ইয়র্ক : নেটোর বর্তমান মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গের মেয়াদ এই বছরের শেষের দিকে শেষ হতে যাচ্ছে তাই নেটো নতুন একজন নেতা বেছে নেয়ার চেষ্টা করছে। তবে কিছু সদস্য রাষ্ট্র চায় ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের মধ্যে পশ্চিমা জোটকে স্থিতিশীলতা প্রদান করতে স্টলটেনবার্গ টিকে থাকুন। নরওয়ের সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্টলটেনবার্গ নয় বছর ধরে নেটোর নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার মেয়াদ ইতোমধ্যে দুবার বাড়ানো হয়েছে। অতি সম্প্রতি গত বছর ইউক্রেনে মস্কোর আক্রমণের পরও তার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

এই মাসের শুরুতে ওয়াশিংটনে মহাসচিবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের জো বাইডেন। সে সময় তিনি স্টলটেনবার্গের কাজের প্রশংসা করেছিলেন।

স্টলটেনবার্গের মেয়াদ সেপ্টেম্বরে শেষ হওয়ার কথা। ঐতিহ্যগতভাবে নেটোর মহাসচিব ইউরোপীয় হয়ে থাকেন, কিন্তু নেটো মিত্ররা ৬৪ বছর বয়সী ক্ষমতাসীনের স্থলাভিষিক্ত কে হবেন তা নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না বলে মনে হচ্ছে। ওয়াশিংটনে অবস্থিত সেন্টার ফর ইউরোপিয়ান পলিসি এনালাইসিসের বিশ্লেষক জোয়েল হিকম্যান একথা বলেন।

ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন দৌড়ে এগিয়ে আছেন বলে মনে হচ্ছে। ওয়াশিংটনে সাম্প্রতিক সফরে তিনি কিয়েভের প্রতি তার দেশের সমর্থন তুলে ধরেন।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ এবং ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বেন ওয়ালেসকেও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে ওয়ালেস এই সপ্তাহে বলেছেন, তিনি মনে করেন না যে, তিনি ওই শীর্ষ পদের জন্য সম্ভাব্য প্রার্থী।

লিথুনিয়ার ভিলনিয়াসে ১১ এবং ১২ জুলাই নেটোর বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

বিশ্লেষকরা বলছেন, যিনিই নেটোর নেতৃত্ব দেবেন, তিনি ইউরোপে বড় আকারের স্থলযুদ্ধ পারমাণবিক বিস্তারের বিপদ একটি ক্রমবর্ধমান দৃঢ়প্রত্যয়ী চীন এবং সাইবার ও মহাকাশ প্রযুক্তিতে প্রতিযোগিতার নতুন রূপসহ অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন।

চীন ও রাশিয়ার সাথে সাংহাই জোটে আগামি সপ্তাহে যোগ দিতে চলেছে ইরান : লাভরভ

মস্কো : শুক্রবার রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ জানিয়েছেন ইরানকে আনুষ্ঠানিকভাবে সাংহাই সমন্বয় সংগঠনের সদস্য হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হবে। এই সংগঠনে ইতোমধ্যেই রয়েছে চীন, রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলি। মস্কোতে এক এসসিও কেন্দ্রের উদ্বোধনে লাভরভ বলেন, ৪ জুলাই রাষ্ট্রের প্রধানদের বৈঠকে ইরানের পূর্ণ সদস্যপদের অনুমোদন দেওয়া হবে।

সাম্প্রতিক কয়েক মাসে ইরান তার শত্রু ও মিত্রদের সাথে কূটনীতিকে জোরালো করেছে। তারা বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে এবং তাদের অর্থনীতি ও প্রকল্পগত শক্তিকে উন্নত করতে আগ্রহী। এসসিওর সদস্যপদ ইতোমধ্যেই আলোচনায় রয়েছে। আরও একটি গোষ্ঠীতে দ্রুত গৃহীত হওয়ার আশা করছে ইরান। এই ব্রিক্স গোষ্ঠী পশ্চিমী দেশগুলিকে বাদ দিয়ে রেখেছে। এই গোষ্ঠীতে রয়েছে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

এসসিও একটা কূটনৈতিক সংগঠন। ভারত ও পাকিস্তানসহ এর সদস্য সংখ্যা আট। এই সংগঠনের সদর দপ্তর রয়েছে চীনে। ক্রেমলিনের মিত্রশক্তি বেলারুশও এই সংগঠনে যোগ দিতে আবেদন করছে। শুক্রবার লাভরভ বলেন, পরের সপ্তাহের ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলন এই সদস্যপদের বিষয়টি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করবে।

সংঘাতে নিখোঁজ সিরিয়াবাসীর বিষয়ে জানার জন্য স্বাধীন সংস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘের ভোট

সিরিয়া : বৃহস্পতিবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে যা সিরিয়ায় সংঘাতের কারণে নিখোঁজ ১ লাখ ৩০ হাজারের বেশি মানুষের সাথে কী ঘটেছে তা নির্ধারণের জন্য একটি স্বাধীন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। প্রস্তাবটির অধীনে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসকে অবশ্যই ৮০ কার্যদিবসের মধ্যে নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য শর্তাবলী উপস্থাপন করতে হবে এবং সংস্থাটি দ্রুত স্থাপন এবং এটিকে কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। এই প্রস্তাব জাতিসংঘ প্রধানকে ১০০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত বাসাম সাব্বাগ প্রস্তাবটিকে রাজনীতিকরণ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, এটি পরিস্কার ভাবে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্পষ্ট হস্তক্ষেপকে প্রতিফলিত করে এবং তার দেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোর বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গির নতুন প্রমাণ সরবরাহ করে। সিরিয়ার অভ্যুত্থান পরবর্তীতে সংঘাতে পরিণত হয়েছে। সংঘাত এখন তার ১৩ তম বছর পার করছে। সংঘাতে প্রায় ৫ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে এবং এর পূর্ববর্তী জনসংখ্যা ১ কোটি ১৫ লাখের অর্ধেক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। জাতিসংঘের নিখোঁজ ব্যক্তিবিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের অনুমান, ২০২১ সালে সংঘাতের ফলে ১ লাখ ৩০ হাজারের বেশি সিরীয় নিখোঁজ হয়েছিল। নির্বাচনের আগে ১০০টির বেশি সুশীল সমাজ সংস্থা এবং জাতিসংঘের ২৩ জন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ পরিষদকে আহ্বান জানিয়েছেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং ১২টি সিরীয় গোষ্ঠীসহ সংস্থাগুলো জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর প্রতি পরিবারের সত্যের অধিকারকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছে। তারা উল্লেখ করেছে, এই আহ্বানটি রেড ক্রস এবং অন্যান্যরাও সমর্থন করেছে।

সমালোচনা দুষ্কৃতিকারীরা প্রশান্ত রায় বসুনিয়ার বাড়িতে চড়াও হয়ে তাকে খুন করে

'গ্রাউন্ড জিরো গভর্নর' কোচবিহারে, সমালোচনায় তৃণমূল

পায়েল সামন্ত

কলকাতাঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে অশান্ত কোচবিহার সফরে এলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। শনিবার বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেছেন তিনি। তবে রাজ্যপালের সফরের সমালোচনায় মুখর শাসক দল।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা পর ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গেরও কিছু এলাকা অশান্ত হয়ে উঠেছে। সন্ত্রাসের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় ও ক্যানিং গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। শনিবার তার গন্তব্য ছিল কোচবিহার জেলার বিভিন্ন এলাকা।

উত্তরবঙ্গে বিজেপি প্রভাব বিস্তার করার পরে থেকেই বিভিন্ন জেলায় তৃণমূলের সঙ্গে তাদের বিরোধ চরমে উঠেছে। কোচবিহারের দুই নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক ও রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে আশঙ্কা সত্যি করে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে কোচবিহার।

নিজেকে 'গ্রাউন্ড জিরো গভর্নর' তকমা দিয়েছেন আনন্দ বোস। তিনি শুক্রবার হঠাৎই কোচবিহার যাত্রার কথা ঘোষণা করেন। রাতে জেলায় পৌঁছে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তখনই রাজ্যপাল বলেছিলেন, সবার অভিযোগ তিনি শুনবেন। শনিবার সকাল থেকে সার্কিট হাউসে দর্শনার্থীরা ভিড় জমান বৃষ্টি উপেক্ষা করেই।

বোসের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএমের নেতাকর্মীরা।কথা বরেন বিজেপির চার বিধায়ক ও মন্ত্রী নিশীথ। রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর নিশীথ বলেন, ''তৃণমূলের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। তাই গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করতে চাইছে তারা। এ কথাই রাজ্যপালকে জানিয়েছি।'' সার্কিট হাউসে দরবার বসানোর পর রাজ্যপাল চলে যান কোচবিহারের একটি হাসপাতালে। কোচবিহার মিশন হাসপাতালে ভর্তি বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। রাজনৈতিক সংঘর্ষে এই কর্মীরা আহত হয়েছেন। হাসপাতাল থেকে দিনহাটার উদ্দেশে রওনা দেয় বোসের কনভয়।

দিনহাটার পথে পুটিমারিতে নিহত এক বিজেপি কর্মীর বাড়িও গেছেন রাজ্যপাল। গত ২ জুন দুষ্কৃতিকারীরা প্রশান্ত রায় বসুনিয়ার বাড়িতে চড়াও হয়ে তাকে খুন করে। পরিবারের মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে সেদিনের ঘটনার কথা শোনেন বোস। দিনহাটার পথে সিপিএম ও কংগ্রেস নেতাকর্মীরা রাস্তায় তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। অভিযোগ, পুলিশের বাধায় বিরোধীরা কথা ঠিক ভাবে বলতে পারেননি। দিনহাটায় পৌঁছে দুই নম্বর ব্লকের একটি গ্রামে গিয়ে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন বোস। গত ১৮ জুন বিজেপি প্রার্থী বিশাখা দাসের দেওর শম্ভু দাস খুন হন। মৃতের ছবিতে মালা দেন রাজ্যপাল। পরে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে গিয়ে তিনি ধৃত তৃণমূল নেতার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন।

রাজ্যপালের সফরের সমালোচনা করেছে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস। কোচবিহারের সাবেক তৃণমূল সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় বলেন, ''নিহত তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি রাজ্যপাল কী যাবেন? নাকি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চোরাকারবারি বলে দেগে দেয়ায় তিনি যাবেন না।'' গত সপ্তাহে কোচবিহারের গীতালদহে ভারতবাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গ্রাম জারি ধরলায় গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। তাতে মারা যান বাবু হক। তৃণমূল তাকে নিজেদের কর্মী বলে দাবি করেছে। নিশীথ প্রামাণিক একাধিক নথি দেখিয়ে পাল্টা দাবি করেন, বাবু বাংলাদেশের নাগরিক। চোরাকারবারের সঙ্গে যোগসাজশ ছিল তার।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ টুইটারে দেয়া এক পোস্টে রাজ্যপালকে আক্রমণ করেছেন। কেন শুধু বিজেপি নেতাকর্মীদের বাড়িতেই রাজ্যপাল যাচ্ছেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। মুখ খুলেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মন্তব্য, ''রাজ্যপালের এমন রূপ আগে দেখিনি। তিনি অনেক বিষয়েই অতি সক্রিয়। সংবিধানের বাইরে বেরিয়ে অনেক কাজ করছেন।''

এই যুক্তির বিরুদ্ধে বিজেপি নেতা ও পর্যবেক্ষক বিমলশঙ্কর নন্দ বলেন, ''সংবিধানের ২১ নম্বর ধারা অনুযায়ী জীবনের অধিকার রয়েছে সব নাগরিকের। সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে রাজ্যপাল সেটাই রক্ষা করতে উদ্যোগ নিয়েছেন। এত মানুষ মারা যাওয়ার অর্থ রাজ্য সরকার সেই অধিকার রক্ষা করতে পারছে না। আর মনে রাখতে হবে, সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা যতটা সীমিত, রাজ্যপালের কিন্তু তা নয়।''

অতি তৎপরতার অভিযোগ মেনে নিয়ে প্রবীণ সাংবাদিক আশিস ঘোষ বলেন, ''রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে রাজ্যপালের হাতে আইনত ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এখন রাজ্যপাল কী করবেন? তিনি সব জায়গায় যাচ্ছেন, ভালো কথা। কিন্তু তার এই অতি সক্রিয়তার তেমন কোন গুরুত্ব নেই। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে তার গতিবিধি নিয়ে আলোচনা হবে, এইটুকুই যা গুরুত্ব।''

এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনে প্রার্থী দিতে পারলো না বিজেপি

মালদা ঃ এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনে প্রার্থী দিতে পারলো না বিজেপি। এজন্য শাসকদল তৃণমূলের ভয়ভীতি দেখানো ও সন্ত্রাসকেই দায়ী করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও বিজেপির এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেছে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। তিনি বলেন, বিজেপির কোনও মুখ নেই, যাতে ওরা সব আসনে প্রার্থী দিবে। প্রার্থী না পেয়ে এখন তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায় এড়াতে চাইছে বিজেপি নেতৃত্ব।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩,২১৬ টি আসনের মধ্যে ১৮১০ টি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে বিজেপি। অর্থাৎ ১৪০৬ টি আসনে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রার্থী দিতে পারে নি বিজেপি। এছাড়াও মালদার ১৫ টি পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন সংখ্যা ৪৩৯ । সেখানে ৩১৭টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। বাকি ১২২টি আসনে প্রার্থী দিতে পারে নি জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। আর এই নিয়েই শুরু হয়েছে এখন রাজনৈতিক বিতর্ক । তবে মালদা জেলা পরিষদের মোট ৪৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। যাদের মধ্যে কয়টি আসনে সংখ্যালঘু প্রার্থী রয়েছে বলে জানিয়েছে উত্তর মালদার বিজেপি দলের সাংসদ খগেন মুর্মু।এদিকে মালদায় বিজেপির প্রার্থী পদে এত বিপুল পরিমাণ আসন ফাঁকা থাকায় দলের অন্দরে চরম সমালোচনা শুরু হয়েছে।বিজেপির একাংশ নেতৃত্বের বক্তব্য , আসলে এবারের প্রার্থী দাঁড় করানো নিয়ে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব কোনোরকম মনযোগই দেয় নি। বিভিন্ন বুথস্তরে মিটিং করা এবং জনসংযোগ বাড়ানোর ব্যাপারেও অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। তারজন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী দাঁড় করানো নিয়েই এতটাই সমস্যায় পড়তে হয়েছে । যদিও এবারে বিরোধী দল বলতে বিজেপির যেভাবে নিজেদের স্থান বজায় রেখেছে, সে ক্ষেত্রে মালদা জেলায় এত বিপুল পরিমাণ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রার্থী দিতে না পারায় এখন দলের জেলা নেতৃত্বের একটা বড় অংশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, অনেক জায়গায় জোর করে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরের প্রার্থীদের ভয় দেখানো হয়েছে । মারধর করা হয়েছে। শাসক দল তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অনেক গ্রামস্তরের নেতা কর্মীরা ঘরছাড়া হয়ে রয়েছে। প্রাণভয়ে অনেকেই প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তারা দাঁড়াতে পারেন নি। এই জন্যই এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩,২১৬ টি আসনের মধ্যে আমরা মাত্র ১৮১০ টি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছি। একইভাবে পঞ্চায়েত সমিতির ৪৩৯ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৩১৭ টি আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছে। ১২২টি আসনে প্রার্থী দেওয়া সম্ভব হয় নি। এর মূল কারণ হচ্ছে তৃণমূলের সন্ত্রাস এবং ভীতি প্রদর্শন । তবে যতগুলি আসনে বিজেপি প্রার্থী দিয়েছে , সেইসব ক্ষেত্রে জয়ের সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, আসলে ওদের কোনও প্রার্থী নেই । যার কারণে সমস্ত আসনে প্রার্থী পদ পূরণ করতে পারে নি বিজেপি। এখন নিজেদের দোষ ঢাকতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। আমাদের এখন একটাই লক্ষ্য, ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত বিরোধী শূন্য করা।

'SF রোডের অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গা হলে হাকিম পাড়ার বিষয়টিতেও নজর দেওয়া উচিত পুরনিগমের' অমিত জৈন

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ি শহরের বুকে গজিয়ে ওঠা রাস্তার ধারে অবৈধ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে দেখা যাচ্ছে শিলিগুড়ি পৌরনিগমকে ।এবিষয়ে একাধিকবার অবৈধ ব্যবসায়ীদের সতর্কীকরণও করা হয়েছে। এরপরেই বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির এসএফরোডে অবৈধ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় শিলিগুড়ি পুরনিগমে ইঞ্জিনিয়ারদের। এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, তাদের বিনা নোটিশেই এভাবে দোকানপাট ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে আগে থেকে জানা থাকলে তারা নিজে থেকেই এ সমস্যার সমাধান করতো। এই ঘটনার পরেই শুক্রবার পুর নিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, তিনি অবৈধ নির্মাণের স্বপক্ষে না হলেও তার ব্যক্তিগতভাবে এসএফ রোডের কোন যাতায়াতের সমস্যা নজরে আসেনি, তাই এই ঘটনা সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন পাশাপাশি তিনি এও বলেন , অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদ করতে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেছে বেছে নির্মাণ ভাঙ্গার মতো অভিযোগ রয়েছে বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। এছাড়াও এসএফ রোডের তুলনায় হাকিম পাড়ার একাংশে অবৈধ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন এসএফ রোডে তুলনায় যথেষ্ট বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় হাকিম পাড়ায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে তাই এসএফ রোডে অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গা হলে হাকিম পাড়ার বিষয়টিতেও নজর দেওয়া উচিত পুর নিগমের। সেক্ষেত্রে বৈষম্যতা থাকলে তা একেবারেই যুক্তিসঙ্গত নয় বলে তিনি দাবি করেন এদিন।

তৃণমূলের সংখ্যালঘু সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মালদা জেলার সম্পাদন মহম্মদ নজরুল ইসলাম সংগঠনের জেলা কমিটির কমিটির সভাপতি সহ ১০০০ কর্মীদের নিয়ে তৃণমূল দল পদত্যাগ করলেন

মালদা ঃ তৃণমূলের সংখ্যালঘু সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মালদা জেলার সম্পাদন মহম্মদ নজরুল ইসলাম সংগঠনের জেলা কমিটির কমিটির সভাপতি সহ ১০০০ কর্মীদের নিয়ে তৃণমূল দল পদত্যাগ করলেন।শুক্রবার দুপুরে মালদা প্রেস কর্নারের সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন দলীয় নেতা তথা সংখ্যালঘু সংগঠন জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দের জেলা সম্পাদক মহম্মদ নজরুল ইসলাম।মূলত এদিন মোথাবাড়ির তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ এবং একনায়তন্ত্রের অভিযোগ তুলেই তৃণমূল দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন দলের সংখ্যালঘু ওই সংগঠনের নেতা মহম্মদ নজরুল ইসলাম। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে মহম্মদ নজরুল ইসলামের পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন কালিয়াচক ২ ব্লকের তৃণমূলের মহিলা সভানেত্রী কবিতা মন্ডল, যুব নেতা হায়দার আলি প্রমূখ।এদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে আচমকায় তৃণমূলের সংখ্যালঘু সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের জেলা সম্পাদক সহ এক হাজার কর্মীর দলত্যাগের ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক সমালোচনা শুরু হয়েছে প্রশ্ন উঠেছে। এতদিন পরে কেন হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এবিষয়ে মহম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন , যেভাবে মোথাবাড়ি এবং মালদা জেলায় দল পরিচালিত হচ্ছে তাতে মানুষের কাছে আমাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না । এরপর মানুষ রাস্তা দিয়ে হাঁটলে চোর বলে ডাকবে। যেভাবে মালদায় মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের নেতৃত্বে দুর্নীতি শুরু হয়েছে এবং টাকার বিনিময়ে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে তার প্রতিবাদ জানিয়ে মূলত এদিন তৃণমূল ছাড়া কথা ঘোষণা করেছি। সংগঠনের সমস্ত কর্মকর্তাদের নিয়ে পদত্যাগ পত্র দলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী এবং সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর কাছে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিয়েছে।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় একদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় একদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল শিলিগুড়ি পুরনিগম ডেঙ্গু প্রতিরোধে পুর কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এর উপস্থিতিতে এই শিবির সম্পন্ন হয়।প্রতি বছর বর্ষায় শিলিগুড়ি শহরে ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা যায়। ফলে ডেঙ্গু প্রতিরোধে আগাম প্রস্তুতি শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে অবস্থিত রামকিঙ্কর সম্মিলনী হলে একটি একদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এর উপস্থিতিতে এই শিবির সম্পন্ন হয়।। এর মধ্যে পুরনিগমের কর্মীরা ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় কিভাবে কাজ করবে, কোন বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া হবে সেই সম্পর্কে তাদের জানানো হয়।

এবার নির্বাচনী প্রচারে কোচবিহারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইতিমধ্যেই জোরদার প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই গত কয়েকদিন ধরে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বাবুল সুপ্রিয়, দেবাংশু সহ বিভিন্ন তৃণমূল নেতৃত্বরা। তার মধ্যেই এবার নির্বাচনী প্রচারে কোচবিহারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৬ শে জুন কোচবিহারের চান্দামারী প্রাণনাথ হাই স্কুলের মাঠে তার জনসভা রয়েছে। আর তার জনসভা কে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। গত লোকসভা নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচনে গোটা উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কোচবিহার জেলায় বড়সড় ধাক্কা খেতে হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহার জেলায় ১২৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১২৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করার পরেও লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার জেলায় ভড়াডুবি হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। তাই এবার একধারে পঞ্চায়েত নির্বাচন অন্যদিকে আগামী লোকসভা নির্বাচনের জন্য মাটি শক্ত করতে ব্যস্ত তৃণমূল কংগ্রেস। সকাল ১১টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের জনসভায় বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি এই জনসভায় কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হবে। বর্তমানে কোচবিহার জেলায় একটি জনসভা করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। হেলিকপ্টারে করে তিনি সোজা চান্দামারী জনসভার স্থলে পৌঁছবেন। বলে দলীয় সূত্রের খবর।

নির্দল প্রার্থী ও তার সমর্থকদের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ নির্দল প্রার্থী এবং তার সমর্থকদের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পুঁটিমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা বালাকুড়া এলাকার ৭২৪২ নং বুথে। ওই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়।অভিযোগ ৭২৪২ নম্বর বুথে নির্দল প্রার্থী সাহাবী বেওয়ার বাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হামলা চালানো হয়। বাড়িঘর ভাঙচুরের পাশাপাশি ব্যাপক বোমাবাজি করা হয় এবং গুলিও চালানো হয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দিনহাটা থানার পুলিশ।

আন্তর্জাতিক চা দিবসে তোলা চা পাতা থেকে তৈরি চায়ের সর্বোচ্চ মূল্য পেল ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান

জলপাইগুড়ি আন্তর্জাতিক চা দিবসে তোলা চা পাতা থেকে তৈরি চায়ের সর্বোচ্চ মূল্য পেল ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান। এই বাগানের তৈরি সিটিসি চায়ের সর্বোচ্চ দাম নিলামে পাওয়া গেল ৫১৬ টাকা কেজি।বিষয়টি নিয়ে খুব খুশি চা বাগানের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমিকরা। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে বরাবরই উৎকৃষ্ট মানের চাউৎপাদন করা হয়। সর্বোচ্চ মানের দিক থেকে এবছর আরও একটি সাফল্যের পালক যুক্ত হল এই বাগানে। ২১ মে ছিল আন্তর্জাতিক চা দিবস। সেই দিন এই বাগান থেকে তোলা চা পাতা থেকে যে চা তৈরি হয়েছিল ডুয়ার্স ও তরাইয়ের সিটিসি বিভাগে সেই চায়ের সর্বোচ্চ দাম উঠল নিলামে। এই প্রসঙ্গে চা বাগানের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জীবনচন্দ্র পান্ডে বলেন, আবহাওয়ার খারাপ পরিস্থিতির জন্য এবার উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলোর অবস্থা একেবারেই ভালো নয়। মরসুম শুরুর সময় থেকেই ভীষণভাবে বৃষ্টির অভাব ছিল। এমন প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠে আমাদের বাগানের তৈরি চা এবারও সর্বোচ্চ দাম পেয়েছে। সিটিসি চায়ের সর্বোচ্চ দাম নিলামে পাওয়া গেল ৫১৬ টাকা কেজি দরে। চায়ের দাম খুব ভাল মেলায় উৎসবের আমেজ রয়েছে শ্রমিকদের মধ্যেও। এই সাফল্যের জন্য শ্রমিকদের মিষ্টিমুখ করিয়েছেন বাগান কর্তৃপক্ষ।

একটি বেসরকারি কোম্পানি থেকে আটা ও ময়দা কিনে দাম না দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার ২ জন

শিলিগুড়ি একটি বেসরকারি কোম্পানি থেকে আটা ও ময়দা কিনে, তার দাম না দেওয়ার অভিযোগে মাটিগাড়া এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের শনিবার তোলা হল শিলিগুড়ি আদালতে।জানা যায়, চলতি মাসের ১৫ তারিক একটি বেসরকারি কোম্পানির থেকে ১৪ বস্তা আটা ও ১১ বস্তা ময়দা অর্ডার করেছিলেন সাগর চৌধুরী নামে এক ব্যবসায়ী। সেই মত বাগডোগরা এলাকার কৈলাস টাপারিয়া নামে এক ব্যবসায়ীর দোকানে সেই সামগ্রী গুলি পৌঁছে যায়। কিন্তু তারপরেও সেই সামগ্রীর দাম দেয় না তারা। তারপর থেকে সামগ্রীর টাকা চেয়ে নীতেশ সাহানি নামে ওই কোম্পানির এক কর্মী বারংবার সাগর চৌধুরীকে ফোন করলে তার ফোন বন্ধ থাকে। দীর্ঘ কয়েক দিন কেটে গেলে ২৪ তারিখ সকালে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নীতেশ সাহানি। অভিযোগ দায়েরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শনিবারই শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকার সিটি সেন্টারের সামনে থেকে একটি গাড়ি থেকে সেই সামগ্রী উদ্ধার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ঘটনায় সাগর চৌধুরী এবং কৈলাস টাপারিয়াকে গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। গাড়ির চালক বিকাশ মহন্ত পুলিশের সাক্ষী হওয়ায় তাকে আটক করা হয়নি। শনিবার দুপুরে ধৃত দুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে মাটিগড়া থানার পুলিশ।

পঞ্চায়েত ভোট প্রচারে তুফানগঞ্জে দেবাংশু

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েতের ভোট প্রচারে সরগরম বক্সিরহাট। শনিবার তুফানগঞ্জ২ নম্বর ব্লকের শালবাড়ি১ ও শালবাড়ি২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্থানীয় অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির আযোজেনে পথসভায় উপস্থিত হন তৃণমূলের রাজ্য আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। এদিন প্রথমে নাগুরহাট বাজারে আযোজিত পথসভায় উপস্থিত হয়ে তৃণমূলের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ঝুড়ি তুলে ধরেন তিনি। তার সাথে রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল বিজেপির উদ্দেশ্যে মুখ খোলেন তিনি। তার সাথে শালবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তুরকানির কুঠি এলাকাতেও পথসভায় উপস্থিত হয়ে তৃণমূল প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচার করেন তিনি।পথসভার শেষে রাজ্য আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য জানায়, শালবাড়ী ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে গত লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে বিজেপি ভালো ফলাফল করেছে। বিজেপি ধর্ম ও জাতিভেদের হাওয়া তুলে ভোট নিয়েছে। এবার মানুষ বুঝতে পেরেছে কারণ, গ্যাসের দাম তেলের দাম, নিত্য প্রযোজেনীয় দ্রব্যের দাম মোদীজি যেভাবে বাড়াচ্ছে , রামের নাম করে মানুষকে বোকা বানাতে চাইছে। এবার এখানকার মানুষ তৃণমূলকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবে এবং বিজেপিকে যোগ্য জবাব দেবে। পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রশ্নের উত্তরে দেবাংশু জানায়, গত বিধানসভা ভোটে এই কোচবিহারের শীতলকুচির মাটিতে কেন্দ্র বাহিনীর গুলিতে পাঁচজন মারা গেছে। বিগত দিনে রাজ্য পুলিশ দিয়ে যে ভোট হয়েছে তাতে কতজন মারা গেছে। শুধু ভোটের সময় নয় একাধিক সময় কেন্দ্রের বাহিনীর গুলিতে রাজবংশী তরতাজা যুবক নিহত হয়েছে। একজন সাধারণ মানুষের যদি মৃত্যু হয় তাতে নরেন্দ্র মোদির কিছু যায় আসে না। তবে মমতা ব্যানার্জি বাংলার মাটিতে বড় হয়েছে তাই উনার কষ্ট হয়।তাই আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরোধিতা করেছিলাম তা ছাড়া যেখান থেকে খুশি বাহীনি আসুক আমাদের বয়েই গেল।

দলের প্রতীক পেয়েও নির্দল প্রার্থী!আত্মহত্যার হুমকি!চাঞ্চল্য হরিশ্চন্দ্রপুরে

মালদা ঃ দলের নির্দেশে ডিসিআর কেটে ব্লকে নমিনেশন ফাইল জমা করেছিলেন প্রার্থী হালেমা খাতুন।এমনকি ব্লক থেকে মিলেছিল দলের প্রতীকও।প্রতীক পাওয়ার পর থেকেই বুথে শুরু করে দিয়েছিলেন ভোট প্রচার।তারপরই হঠাৎ রহস্যজনকভাবে ব্লক প্রশাসন থেকে জানানো হয় তাকে ভুল করে প্রতীক দেওয়া হয়েছে।সেই প্রতীক তুলে নেওয়া হবে এবং তার পরিবর্তে তাকে নির্দল হিসেবে দাঁড়াতে হবে বুথ থেকে।এমনকি দল তাকে প্রার্থী পদ দেওয়ার কথা সরাসরি অস্বীকার করেছেন।আর এই অবস্থায় দোলাচলে পড়েছেন প্রার্থী।কি করবেন তিনি কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না।ব্লক প্রশাসন থেকে তাকে বারবার ফোন করে এক প্রকার বিরক্ত করে তুলেছেন বলে অভিযোগ।ব্লক প্রশাসন ও দলের প্রতি অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থী হালিমা খাতুনের স্বামী রাজ মুরাদ হুমকি দিয়েছেন তার স্ত্রী দলের প্রতীক না পেলে তিনি আত্মহত্যা করবেন।ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর এক নম্বর ব্লক এলাকার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের রানীপুরা গ্রামে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রানীপুরা ৫৮ নং বুথের সিপিআইএম এর প্রার্থী হিসেবে নমিনেশন জমা করেছিলেন হালিমা খাতুন।সিপিআইএম দলের পক্ষ থেকে হাতুড়ি,কাস্তে ও তারা প্রতীক পান তিনি।শুধু তাই নয় ব্লক প্রশাসন তাকে প্রতীক পাওয়ার চিঠিও প্রদান করেন।কিন্তু তারপরেই শুরু হয় গোলমাল।হঠাৎই হালিমা খাতুন কে জানানো হয় তাকে প্রতীক দেওয়া হচ্ছে না।এবং ব্লক প্রশাসন জানান তাকে নির্দল হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং নৌকা প্রতীক চিহ্ন নিতে হবে।রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিআইএম এর কনভেনার আব্দুল মান্নান জানান,ওই সিটে কংগ্রেস থেকে জোট প্রার্থী হিসেবে নাজিদা বানুকে মনোনীত প্রার্থী করা হয়েছে।ব্লকের ভুলের কারণে হয়তো তার নামের পাশে সিপিআইএম এর কাস্তে, হাতুড়ি ও তারা প্রতীক পড়ে গিয়েছে।হালিমা খাতুন দলকে না জানিয়ে গোপনভাবে নমিনেশন ফাইল জমা করেছিলেন।দল পরে জানতে পারেন।প্রতীকের জন্য তার নামে ব্লকে বি ফর্ম জমা করা হয়নি।তাহলে সে কি করে প্রতীক পেল?সিপিআইএম এর মনোনীত প্রার্থী হালিমা খাতুন জানান,দলের নির্দেশে তিনি মনোনয়নপত্র জমা করেছিলেন।দল তাকে প্রতীক দিয়েছে।এখন অস্বীকার করছে।এলাকার মানুষ তাকে সিপিআইএম এর প্রার্থী হিসেবে জেনে গেছেন।তিনি বুথে ভোট প্রচারও শুরু করে দিয়েছেন।দল তাকে না জানিয়ে গোপনভাবে জোট করে কংগ্রেসের প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন।এটা দলের ভুল।সে এই প্রতীক নিয়েই সে লড়বেন।ব্লক প্রশাসন বারবার ফোন করে তাকে চাপ দিচ্ছেন তিনি যেন অতিসত্বর ব্লকে এসে তার প্রতীক চিহ্ন বাতিল করে প্রদত্ত প্রতীক চিহ্ন নিয়ে যান।আর এরপরে হালিমা খাতুন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।সে আরো জানান,তিনি কখনোই নির্দল হিসেবে দাঁড়াবেন না।আর তার প্রতীক কেড়ে নিলে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।যদিও এ প্রসঙ্গে ব্লক প্রশাসন জানিয়েছেন ভুল করে ওই প্রার্থীর পাশে সিপিআইএম এর প্রতীক পড়ে গিয়েছে।সেটা সংশোধন করার জন্য ওনাকে ফোন করে ডাকা হচ্ছে।উনি ব্লকে আসছেন না।

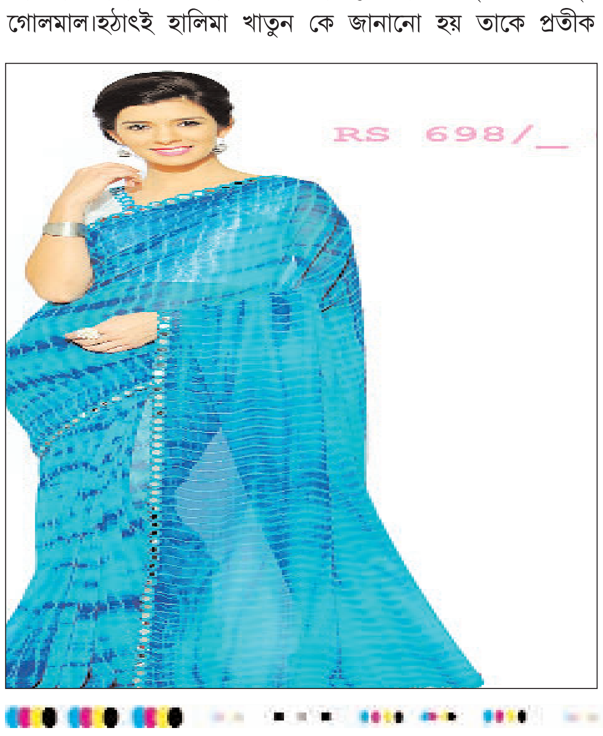

সাংসদ রাজু বিস্তাকে এবার একহাত নিলেন BGPM এর মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা

শিলিগুড়ি ঃসাংসদ রাজু বিস্তাকে এবার একহাত নিলেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা। রাজু বিস্তাকে অনভিজ্ঞ সাংসদ ও পাহাড়বাসীকে বিভ্রান্ত করছেন সাংসদ বলে কটাক্ষ করেন তিনি। এসপি শর্মা বলেন, সাংসদ রাজু বিস্তা পাহাড়বাসীকে বিভ্রান্ত করছেন। একজন অনভিজ্ঞর মতো পরিচয় দিচ্ছেন।পাহাড়ের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সম্পর্কে তার বিন্দু মাত্র কিছু জানা নেই। অন্তত নিজের সংসদীয় এলাকার সম্পর্কে পড়াশুনো করা উচিৎ।নির্বাচনী প্রচারে সাড়া পাচ্ছেন না বলে জিটিএ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন তিনি।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আবারো উত্তপ্ত মালদার মানিকচক

মালদা ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আবারো উত্তপ্ত মালদার মানিকচক। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রার্থীর স্বামীকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে একই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থীর স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহনা এক নম্বর কলোনি এলাকায়। জানা যায় মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৮ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন সামিনা খাতুন। বিজেপি প্রার্থীর স্বামী রেজাউল হকের অভিযোগ, মনোনয়নপত্র জমা করার পর থেকেই তাকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হত। শুক্রবার রাত্রে তাকে ফোন করে ডাকে একই বুথের তৃণমূল প্রার্থী সালমা সুলতানের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা এমডি আনুয়ার আলী বলে অভিযোগ। এরপর এমডি আনুয়ার আলী সহ ৬ থেকে ৭ জন তাকে বেধড়ক মারধর করে। তাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু কোনমতে সেখান থেকে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা হয় বিজেপি প্রার্থীর স্বামী রেজাউল হকের। রাতেই বিজেপি প্রার্থীর স্বামীকে উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার সকালে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।এই বিষয়ে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি শুভময় বসু জানান, এই সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ তুলে মানিকচকে বাজার গরম করতে চাইছে বিজেপি। আসলে বিরোধীদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে তাই তারা ভয় পাচ্ছে। মালদা জেলায় সব থেকে শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়ন পর্ব মিটেছে। তাই এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

শিলিগুড়িতে সাতসকালে বাড়ির সামনে থেকে ব্যবসায়ীকে অপহরণ! শহরজুড়ে সতর্কতা

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগ উঠল। ওই ব্যবসায়ীর নাম, প্রভাকর সিং। শনিবার সকাল ৬টা ১৫মিনিট নাগাদ চম্পাসারী এলাকায় বাড়ির সামনে থেকে ওই ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ।স্থানীয় এক মহিলা চা বিক্রেতা জানান, এদিন গাড়িতে করে তিনজন এলাকায় আসে। এরপর ওই ব্যবসায়ীকে অপহরণের চেষ্টা করলে ওই মহিলা চিৎকার শুরু করেন। এদিকে চিৎকার করায় তাঁর মাথায় বন্দুক ঠেকায় দুষ্কৃতীরা। এরপর মহিলা সেখান থেকে পালিয়ে গেলে দুষ্কৃতীরা ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ওই মহিলাই ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুরো বিষয়টি জানান। ইতিমধ্যে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। যদিও এখনও ফোন করে কোনও মুক্তিপণ দাবি করেনি দুষ্কৃতীরা। কেন, কী উদ্দেশ্যে এমনটা করা হল তাও এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। শহরজুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওই ব্যক্তির খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

আজকের দিনটি

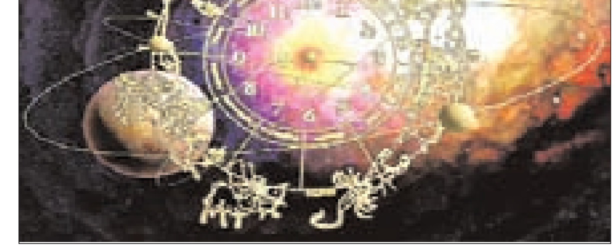

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

জঙ্গিদের অপারেশনের সক্ষমতা না থাকলেও থামেনি তৎপরতা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গুলশানে হোলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার সাত বছর পূর্ণ হল শনিবার। এই সাত বছরে ২৭টি জঙ্গিবিরোধী বড় অপারেশন চালিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। এতে ৭৩ শীর্ষ জঙ্গি নিহত হয়েছে। তবুও থেমে নেই জঙ্গিদের কার্যক্রম।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, হামলার মতো বড় অপারেশন চালানোর সক্ষমতা হয়তো নেই, তবে তাদের কার্যক্রমও থেমে নেই। সদস্য সংগ্রহের পাশাপাশি চলছে অনলাইন কার্যক্রম।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের সভাপতি ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) মনিরুজ্জামান ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''জঙ্গিদের বড় ধরনের অপারেশনের সক্ষমতা হয়ত নেই। কিন্তু তাদের কার্যক্রমও কিন্তু থেমে নেই। আমরা সাধারণত জঙ্গি বিষয়টি বলতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানকে বুঝি। অথচ জঙ্গিদের ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পার্ট অত্যন্ত সামান্য। যাদের মস্তিস্কে এটা ঢুকে গেছে, তাদের তো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিছু করতে পারবে না। সামাজিকভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে না। এখানে আমাদের কার্যক্রম আরও বাড়াতে হবে।

২০১৬ সালের ১ জুলাই রাতে জঙ্গি হামলায় ১৭ জন বিদেশিসহ নিহত হন মোট ২২ জন। তাদের মধ্যে দুইজন পুলিশ কর্মকর্তা। জঙ্গিদের গুলি ও বোমায় আহত হন পুলিশের অনেকে। কয়েকবার প্রস্তুতি নেওয়া সত্ত্বেও স্পর্শকাতর বিবেচনায় রাতে হোলি আর্টিজানে অভিযান চালানো থেকে বিরত থাকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পরদিন সকালে সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডোদের 'অপারেশন থান্ডারবোল্টে' অবসান হয় জিম্মিদশার, নিহত হয় হামলাকারী পাঁচ জঙ্গি।

জঙ্গিদের তৎপরতা প্রসঙ্গে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক বলেন, ''দেশ থেকে জঙ্গিবাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেটা আমি বলব না। তবে, নিয়ন্ত্রণে আছে। জঙ্গিবাদের সুপ্ত বীজ লুকিয়ে থাকতে পারে। আমরাও কিন্তু বসে নেই। আমরা আমাদের কাজটা করে যাচ্ছি।''

এর আগে শনিবার সকালে গুলশানে হোলি আর্টিজান জঙ্গি হামলায় শহীদ দুই পুলিশ সদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের কমিশনার বলেন, ''দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক চক্রান্তে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করতে বিভিন্ন জঙ্গি হামলা ঘটানো হয়। হোলি আর্টিজান হামলার পর আমাদের উন্নয়ন সহযোগীরা উন্নয়ন কাজ বন্ধ করে ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে থাকে। তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পুলিশ ও জনগণ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সব উন্নয়ন সহযোগীদের স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়, বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিদের উৎখাত করব, আপনারা ফিরে আসেন। তারপর আমাদের উন্নয়ন সহযোগীরা দেশে ফিরে আসেন এবং আমাদের উন্নয়ন যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। এরপর থেকে বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণ করা, গ্রেফতার ও বিচারে সোপর্দ করা অব্যাহত ছিল। যারাফলে সমগ্র বাংলাদেশে জঙ্গি নিয়ন্ত্রণে আছে।''

কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের (সিটিটিসি) প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. আসাদুজ্জামানও বলেন, ''বর্তমানে দেশে জঙ্গিদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস করার কোনো সামর্থ্য নেই। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সুযোগ তারাও নিয়েছে। সাইবার স্পেসে তাদের প্রচার-প্রচারণা চালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সিটিটিসির তৎপরতার কারণে তারা ফিজিক্যালি তাদের কার্যক্রম চালাতে পারছে না। ২৪৭ ঘণ্টা সাইবার স্পেসে আমাদের পেট্রোলিং চলছে। এমন অনেককে আমরা শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছি।''

গুলশানের হোলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার ৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকালে নিহত ব্যক্তিদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তারা। শনিবার সকালে গুলশানের ৭৯ নম্বর সড়কের পাঁচ নম্বর প্লটের ওই ভবনের সামনে অস্থায়ী বেদিতে প্রথমেই ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা। এরপর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতোনাওকি। এ ছাড়া ইটালি ও যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের কর্মকর্তারাও নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। দূতাবাসের কর্মকর্তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সকাল ১০টার দিকে হোলি আর্টিজানের মূল ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সেই হামলা-হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় ২০১৯ সালের নভেম্বরে বিচারিক (নিম্ন) আদালতে সাত জঙ্গির ফাঁসির রায় হয়। এ মামলার বিচার শুরুর সময় আট আসামির ছয়জন কারাগারে ছিলেন। বিচার চলাকালে বাকি দুইজন গ্রেপ্তার হন। পরে রায়ে মামলার আট আসামির সাত জনকে মৃত্যুদণ্ড ও একজনকে বেকসুর খালাস দেয় আদালত। ঢাকার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান এ রায় দেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেক আসামিকে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানাও করা হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন,জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে রাজীব গান্ধী, আসলাম হোসেন, আব্দুস সবুর খান, রাকিবুল হাসান রিগান, হাদিসুর রহমান, শরিফুল ইসলাম ওরফে খালেদ এবং মামুনুর রশিদ রিপন। এরপর আসামিদের ডেথ রেফারেন্স (মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন) ও আপিলের ওপর হাইকোর্টে শুনানি শুরু হয়েছে। ঘটনার সাত বছরের মাথায় আলোচিত সন্ত্রাসী হামলার নৃশংস ঘটনায় দ্বিতীয় ধাপের বিচারের অপেক্ষায় পুরো জাতি। হাইকোর্টের বিচারপতি সহিদুল করিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে আলোচিত এ মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের ওপর শুনানি হচ্ছে। গত জানুয়ারিতে মামলাটি শুনানির জন্য কার্যতালিকায় ওঠে। এরপর গত মে মাসে ৪ দিন শুনানি হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, যেহেতু মামলাটির শুনানি শুরু হয়েছে, ফলে চলতি বছরেই হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার ঘটনায় আলোচিত মামলায় ডেথ রেফারেন্স (মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদন) এবং আপিলের ওপর হাইকোর্টে শুনানি শেষ হতে পারে।

রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল আমিন উদ্দিন বলেন, ''হাইকোর্টে শুনানি শুরু হয়েছে। কিন্তু বেঞ্চের এক বিচারক হজে যাওয়াই শুনানি মুলতবি রয়েছে। তিনি ফিরে আসলে জুলাইয়ে আবারও শুনানি হবে। আমি মনে করি জুলাই মাসের শেষ দিকে হোলি আর্টিজান বেকারিতে হামলার ঘটনায় আলোচিত মামলায় ডেথ রেফারেন্স এবং আপিলের ওপর হাইকোর্টে শুনানি শেষ হতে পারে। আশা করছি, দণ্ডিত আসামিদের সাজা যেন বহাল থাকে। যেহেতু মামলাটি দেশে এবং বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, ফলে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে বিশ্ববাসী দেখবে জঘন্য এ হত্যাকাণ্ডের বিচার।''

২০১৬ সালের হোলি আর্টিজান হামলার পর কল্যাণপুর, নায়াণগঞ্জ, গাজীপুরে ২৭টি অপারেশন পরিচালনা করে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ও র‍্যাব। এসব অভিযানে ৭৩ জন জঙ্গি নিহত হয়।

সিটিটিসির তদন্ত শেষ করা দুটি মামলায় রায় হয়েছে। যেখানে ১২ জন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড এবং একজন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। সিটিটিসি প্রধান মো. আসাদুজ্জামান বলেন, সিটিটিসির অভিযানগুলোর জন্য জঙ্গিদের কার্যক্রম নেই বললেই চলে। হোলি আর্টিজানে নৃশংস হামলার পর গত সাত বছরে সিটিটিসি একের পর এক সফল অভিযানের মাধ্যমে উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডকে কঠোরভাবে প্রতিহত করেছে। আমাদের ২৩টি হাই-রিস্ক অপারেশনে ৬৩ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়। অন্যদিকে র‍্যাবের চারটি অপারেশনে ১০ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। আসাদুজ্জামান স্বীকার করেন, অনলাইনে সক্রিয় রয়েছে সবগুলো জঙ্গি সংগঠন।নীরবে সদস্য সংগ্রহ করছে তারা। বাড়াচ্ছে সাংগঠনিক শক্তি।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) আব্দুর রশীদ বলেন, ''দৃশ্যত আমরা জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু তাদের কার্যক্রম যে থেমে নেই সেটা তো আমরা সবাই জানি। এখন তারা অনলাইনে সক্রিয় রয়েছে। তাদের সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রমও চলছে। মানুষকে মোটিভেট করার কার্যক্রম তারা চালাচ্ছে। ফলে অপারেশনের পাশাপাশি এই দিকে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।''

'নির্বাচনের আগে ভারতের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ আরো বাড়বে'

ঢাকাঃ সেপ্টেম্বরে ভারত যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে তার আগেই জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি রাজনৈতিক প্রতিনিধি দলের ভারত সফরের কথা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখা হাসিনা ভারতে জি২০ সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন। বাংলাদেশসহ সদস্য নয় এমন ৯টি দেশ এই সম্মেলনে পর্যবেক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছে। শেখ হাসিনা ওই সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ওই সময়ে তার বৈঠক হবে বলে ঢাকায় কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে। এই বৈঠকটি সাইড লাইনে হলেও দুই দেশই বৈঠকটিকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

তবে জুলাইয়ের মাঝামাঝি বিজেপির আমন্ত্রণে আওয়ামী লীগের যে দলটি ভারত যাচ্ছে সেই দলে ওবায়দুল কাদের ছাড়াও কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদসহ আরো সিনিয়র নেতারা থাকছেন। আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ড. সেলিম মাহমুদ বলেন, তারা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সেখানে যাচ্ছেন। এই সফরকে আমরা রাজনৈতিকভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করছি। তার সফরের আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে।

আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে নির্বাচনের আগে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সরকারের যোগাযোগ আরো বাড়বে। এটা সরকার এবং দলীয় দুই পর্যায়েই। যে রাজনৈতিক টিমটি জুলাইয়ে যাচ্ছে তারা ভারত সরকার ছাড়া বিজেপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন, বৈঠক করবে। মূল টার্গেট হলো আস্থার সম্পর্ক আরো বাড়ানো। দলের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানো।

জি২০ মূলত বিশ্বের প্রধান প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোর কৌশলগত বহুপাক্ষিক জোট । আগামী ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের নয়াদিল্লিতে ২০ দেশের এই সংগঠনের শীর্ষ সম্মেলনে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ পেয়েছে বাংলাদেশ। এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে ভারত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশসহ ৯টি দেশকে এই সম্মেলনে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সাবেক রাষ্ট্রদূত মেজর জেনারেল(অব.) শহীদুল হক বলেন, নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর জন্য এই সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু মোদী নয়, তিনি হয়তো আরো অনেক উন্নত দেশের সরকার প্রধানদের সঙ্গে এই সম্মেলনে গিয়ে কথা বলবেন। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক জোট। এটা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের কাছে তার অবস্থান পরিষ্কার করতে সহায়তা করবে। আর মোদীর সঙ্গে তার বৈঠকের অবশ্যই আলাদা গুরুত্ব আছে। সেখানে নিশ্চয়ই এই অঞ্চলের রাজনীতি আসবে, মনে করেন এই কূটনীতিক।

তিনি বলছেন, জুলাইয়ে আওয়ামী লীগের যে রাজনৈতিক দলটি ভারতে যাচ্ছে সেটা আসলে দুই দেশ বা দুই দেশের রাজনৈতিক দলের বিষয়। এটার ভিতরে রাজনৈতিক হিসাব আছে। সামনে বাংলাদেশের নির্বাচন । সুতরাং অনেক হিসাব থাকবে। আওয়ামী লীগ ও বিজেপির মধ্যেও অনেক বিষয় থাকতে পারে।

ড.সেলিম মাহমুদ বলেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেক ভালো। অনেক আগে থেকেই এই সম্পর্ক। এই সময়ে নানা দিক থেকে ভারতের সঙ্গে আমাদের এনগেজমেন্ট বাড়ছে। নির্বাচনের আগে আরো বাড়বে। জুলাইয়ে মাঝমাঝি দুই দিনের সফরে যে সিনিয়র নেতারা ভারতে যাচ্ছেন তাদের আমন্ত্রণে এটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এটাকে অনেক গুরুত্ব দিচ্ছি। এর রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে।

আর প্রধানমন্ত্রী যে সেপ্টেম্বরের জি২০ সম্মেলনে অতিথি হিসেবে যাচ্ছেন এর আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্ব আছে। আমরা এই সফরকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি, বলেন এই আওয়ামী লীগ নেতা।

আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা জানান, নির্বাচনের আগে ভারতের সঙ্গে দুই পর্যায়ে যোগাযোগ আরো বাড়ানো হবে। ভারত সরকারকে এই সময়ে আরো আরো কাছে পেতে চায় তারা।

জার্মানিতে ফের মুদ্রাস্ফীতি, বাড়ছে জিনিসের দাম

বার্লিন ঃ গত চার মাসে মুদ্রাস্ফীতি খানিক কমেছিল। ফের তা বাড়লো। মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ এখন ছয় দশমিক চার শতাংশ।

ক্রমাগত বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। মাথায় হাত ক্রেতাদের। জার্মানির এই অবস্থার জন্য দায়ী মুদ্রাস্ফীতি। বিশেষজ্ঞেরা জানিয়েছেন, গত এক কোয়ার্টারে, অর্থাৎ, শেষ চার মাসে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ আটকানো গেছিল। বরং তা কমতে শুরু করেছিল। কিন্তু জুনমাসে ফের তার বাড়তে শুরু করেছে। মে মাসে দেশের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল ছয় দশমিক এক শতাংশ। জুনে তা বেড়ে হয়েছে ছয় দশমিক চার শতাংশ। বস্তুত, গত বছর জুন মাসের সঙ্গে তুলনা করলে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ অনেক বেশি। এবং সে কারণেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। প্রশাসন জানিয়েছে, কোনো কোনো খাবারের দাম ১৩ দশমিক সাত শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। তবে সেই তুলনায় বিদ্যুতের দাম ততটা বাড়েনি। বিদ্যুতের দাম বেড়েছে তিন শতাংশ। ২০২২ সালের শেষেই জার্মানিতে অর্থনৈতিক মন্দা ঘোষণা করা হয়েছিল। ২০২৩ সাল জুড়ে এই মন্দার প্রভাব দেখা যাবে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু ২০২৩ সালের প্রথম কোয়ার্টারে বলা হয়েছিল, মন্দার প্রভাব যতটা পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছিল, বাস্তব পরিস্থিতি ততটা খারাপ নয়। বস্তুত, শেষ চার মাসে মুদ্রাস্ফীতিও কমতে শুরু করেছিল। কিন্তু জুনের মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি ফের বিশেষজ্ঞদের কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়েছে।

তৃণমূলের প্রার্থীর ব্যানার ছেড়ার অভিযোগ উঠলো বিজেপির দিকে

কোচবিহার ঃ রাতের অন্ধকারে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর ব্যানার ছেড়ার অভিযোগ উঠলো বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত অন্দোরান ফুলবাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়নেশ্বরী এলাকার ঘটনা। এ বিষয়ে অন্দোরান ফুলবাড়ী ১ অঞ্চল INTTUC সভাপতি গোবিন্দ রায় জানান রাতের অন্ধকারে বিজেপি আশ্রিত কিছু দুস্কৃতি মদ্যপ অবস্থায় তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লকের ৩৬ নং আসনে পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী উত্তম কুমার দাসের ব্যানার ছিড়ে ফেলে। এরপর আজ সকালে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা দেখতে পারেন ব্যানার ছেড়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে তারা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আসে এরপরই সেখানে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। যদিও বিজেপির দিকে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন তুফানগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি ১নং মন্ডল সভাপতি যুগল কিশোর দাস। তাদের দাবি তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে নিজেদের পতাকা নিজেরাই ছিড়ে ফেলে বিজেপির উপর দোষ চাপাচ্ছে।

নকশালবাড়ির ঘটনায় মৃতের পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান

শিলিগুড়িঃমঙ্গলবার রাতে নকশালবাড়ির হাতিঘিসার মুরিবস্তিতে আদিবাসী যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় বুধবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ থেকে শুরু করে বিক্ষোভকারীরা। ঘটনায় অভিযুক্তের বাড়িতে আগুন সহ গোটা এলাকায় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। গতকাল মৃতের পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পরিদর্শন করার পর শুক্রবার মৃতের পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের হাতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হল। এদিন হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে মৃতের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা তুলে দেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। পাশাপাশি ৪৬ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের হাতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বেশি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের ২৫ হাজার সহ ১৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন মেয়র গৌতম দেব সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সহ নকশালবাড়ির বিডিও অরিন্দম মন্ডল ও মহকুমা পরিষদ নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি ও হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা। পরে গৌতম দেব জানান, মৃতের পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের চেক তুলে দেওয়া হল। প্রাথমিক পর্যায়ে এই সহায়তা করা হল। পাশাপাশি এলাকায় কমিউনিটি কিচেন চলছে। মহকুমা পরিষদের মত পুরসভার পক্ষ থেকে এই এলাকায় সহায়তা করা হচ্ছে। আদিবাসী যুবককে স্ত্রীকে বিধবা ভাতা সহ সবরকম সহযোগিতা করা হবে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সবরকম সহযোগিতা করা হবে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগামী দিনে এলাকায় বৈঠক হবে। সভাধিপতি জানান মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে এই সহায়তা করা হল। চেকের পাশাপাশি খাদ্য সামগ্রীদেওয়া হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের নথিপত্রের জন্য ক্যাম্প করা হচ্ছে। তেমনি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হচ্ছে।

ভুটান সীমান্ত জয়ঁগা এলাকায় পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে নেমে গিয়েছে সবকটি রাজনৈতিক দল

আলিপুরদুয়ারঃ ভুটান সীমান্ত জয়ঁগা এলাকায় পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে নেমে গিয়েছে সবকটি রাজনৈতিক দল। প্রচারে এক ইঞ্চি ও জমি ছাড়তে নারাজ কোনো রাজনৈতিক দল। রীতিমতো ভোটের ময়দানে নেমে পড়েছে বাম,বিজেপি,তৃণমূল সহ সমস্ত দল । ইতিমধ্যে প্রচারে ঝড় তুলে দিয়েছে জয়ঁগা ও দলসিংপাড়া এলাকার জেলাপরিষদের বাম প্রার্থী দীপিকা বিশ্বা। জয়ঁগা এলাকার জেলাপরিষদের আসনে একমাত্র মহিলা প্রার্থী বামের দীপিকা বিশ্বা কিন্তু প্রচারে তিনি পিছিয়ে নেই ঘর সামলে প্রতিনিয়ত সকাল থেকে রাত ওবধি জনগণের ঘরে ঘরে পৌছে যাচ্ছে জেলাপরিষদের বামপ্রার্থী ।দীপিকা বিশ্বা জানান আমি প্রতিটি জনগণের দুয়ারে পৌছানোর চেষ্টা করছি এবং ভালোই সাড়া পাচ্ছি। তিনি জানান জয়ঁগা এলাকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দুটো ইস্যু কে আমি ভোটের প্রচারে ময়দানে নেমেছি।

চলছে বন্য প্রাণের প্রজনন ঋতু, সাধারণের প্রবেশ বন্ধ সংরক্ষিত বনে, পর্যটক শূন্য রিসোর্ট ভ্রমণে আজগর

জলপাইগুড়ি চলছে বন্য প্রাণের প্রজনন ঋতু, সাধারণের প্রবেশ বন্ধ সংরক্ষিত বনে, পর্যটক শূন্য রিসোর্ট ভ্রমণে আজগর।শুক্রবার সকালে মেটেলি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোরার জঙ্গল লাগোয়া পর্যটক শূন্য একটি বেসরকারি রিসোর্টের পাশে স্থানীয়দের চোখে পরে অজগরটি।খবর দেওয়া হয় রিসোর্ট সংলগ্ন বন বিভাগের ধুপঝোরা বিট অফিসে। বনকর্মীরা এসে স্থানীয়দের সহায়তায় অজগর সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। অজগরটি লম্বায় প্রায় ১৪ ফুট বলে জানা গিয়েছে। সাপটির সাস্থ্য পরিক্ষার পর শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকায় গরুমারা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয় ।

নিট ইউজি মেডিকেল এঃট্রান্স পরীক্ষায় সফল হয়েছে চা বলয়ের এক যুবকসে,খুশির হাওয়া চা বাগান এলাকায়।

আলিপুরদুয়ার শূঙ্খজিৎ দাস কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া এলাকার সবজি বিক্রেতার ছেলে।পড়াশুনোতে ভালো সে ছোট বেলার থেকেই।ছেলের পড়াশুনোর প্রতি আগ্রহ দেখে তাকে পড়াশুনো ছেড়ে অন্য কাজ করার কথা কখনও বলেননি তার বাবা বিদ্যুৎ দাস।চা বাগান এলাকায় চিকিৎসকের দেখা মেলেনা।শঙ্খজিৎ দেখেছে দ্রুত চিকিৎসা না পেয়ে এলাকায় অকালেই অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন।মনে তার জেদ চেপে বসে চিকিৎসক হওয়ার।সবজি বিক্রেতা হলেও ছেলেকে ভাল স্কুলে পড়িয়েছেন তার বাবা বিদ্যুৎ দাস।নিট ইউজির জন্য প্রশিক্ষণ দিতে পারেননি।কারণ প্রশিক্ষকের অভাব।আর দুরে গিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ান সম্ভব ছিল না।তাই অনলাইনে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রথমবারের মত পরীক্ষায় বসে শঙ্খজিৎ।আর এরপরে বাজিমাত।খুব তাড়াতাড়ি বাইরে মেডিকেল নিয়ে পড়তে যাবে শঙ্খজিৎ।ফিরে এসে চা বাগানের বাসিন্দাদের চিকিৎসা করবে সে।

শুক্রবার দোমহনি থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত তিস্তা ও এন-এইচ ৩১ জলঢাকা নদীতে হলুদ সতর্কতা জারি। পাহাড় ও সমতলে অবিরাম বৃষ্টির জেরে জল বাড়তে শুরু করেছে তিস্তা ও করলা নদীতে

জলপাইগুড়ি প্রতি বর্ষায় ডুবে যায় ঘর সংসার, পুর নাগরিকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে সেচ দপ্তরকে দুষলেন তৃনমূল কাউন্সিলর।বিগত কয়েক দিন ধরেই চলছে অবিরাম বৃষ্টি, ব্রেহস্পোতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে ৯৬ মিলিমিটার,বাড়ছে জলপাইগুড়ি শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া করলা নদীর জল,আর এই করলা নদীর পাড়েই রয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি পাড়া পরেশ মিত্র কলোনি, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও করলার উপচে পরা জলে ডুবেছে পরেশ মিত্র কলোনির বাসিন্দাদের ঘর সংসার,ছুটে গিয়েছেন ওয়ার্ডের তৃনমূল কাউন্সিলর পৌষালী দাস, এলাকায় পাঠানো হয়েছে পানীয় জলের ট্যাংক, ব্যাবস্থা হয়েছে তৈরি করা খাবারের, নিজেদের দুর্ভোগের কথা বলতে গিয়ে এলাকাবাসি শিবানী দাস জানান ক্রমশই বাড়ছে নদীর জল, ঘরে জল ঢুকেছে, কি আর করা যাবে, প্রতিবছরই এই কষ্ট সহ্য করতে হয় আমাদের। আজ দুদিন থেকে ঘরে জ্বলে নি উনুন। অপরদিকে জলমগ্ন রাস্তায় দাড়িয়ে পুর নাগরিকদের এই দুর্দশার জন্য রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরকে সরাসরি দায়ী করে এই তৃনমূল কাউন্সিলর বলেন, প্রতিবছর এই দুর্ভোগ, সেচ দপ্তরকে বহুবার বলার পরও কোনো স্থায়ী বাঁধের ব্যাবস্থা করছে না, আমরা তৈরী করা খাবারের পাশাপাশি জলের ট্যাংক দিয়ে সমস্যা মোকাবেলা করার চেষ্টা করছি।

সম্পাদকীয়

ইউরোপ জুড়ে বাড়ছে উগ্র ডানপন্থী পার্টিগুলোর প্রভাব

ফ্রান্সের অবস্থা এখন ছুরির ফলার ওপর দিয়ে হাঁটার মতো। মঙ্গলবার প্যারিসের কাছে ফরাসী আলজেরিয়ান এক ১৭ বছরের তরুণ পুলিশের গুলিতে নিহত হবার পর যে সহিংসতা শুরু হয় - তা এখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। ফ্রান্সে এ ধরনের দাঙ্গা যে আগে হয়নি তা নয়। কিন্তু এবার নিহতের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি থেকে হোক বা পুলিশের প্রতি সমর্থন থেকেই হোক - যে আবেগ অনুভূতির বহিপ্রকাশ ঘটছে, তার এমন তীব্রতা ২০০৫ সালের পরে আর দেখা যায়নি। একদিকে দেখা যাচ্ছে - প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁ এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছেন। আর অন্যদিকে তার রাজনৈতিক শত্রু উগ্র দক্ষিণপন্থী মারিন লা পেন হয়তো তার নিরাপত্তা এবং অভিবাসন বিরোধিতার ক্ষেত্রে কড়া বার্তার কারণে জনমত জরিপে এর ফায়দা ওঠাবেন। এখন ইউরোপে

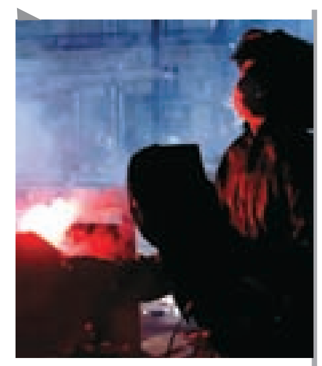

আপনি চারদিকে তাকিয়ে দেখুন - উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সর্বত্রই রংবেরং এর উগ্র-দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলোর উত্থান ঘটছে। এদের কেউ অতীতচারী বা নস্টালজিক জাতীয়তাবাদী, কেউ বা লোকরঞ্জনবাদী বা পপুলিস্ট জাতীয়তাবাদী, কেউ আবার নব্যফ্যাসিস্ট শিকড় থেকে গজানো কট্টর রক্ষণশীল পার্টি। বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে নাৎসী জার্মানি আর ফ্যাসিস্ট ইতালির বিরুদ্ধে যে ব্যাপক যুদ্ধ হয়েছিল - তারপর এখানে বেশির ভাগ ভোটারের মনে একরকম অনুভূতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে চরম ডানপন্থীদেরকে আর কখনো ভোট দেয়া যাবে না। মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো উগ্র ডানপন্থী দলগুলোর সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করতো। কিন্তু সেই সব পুরোনো 'ট্যাবু' এখন আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে। সেটা ২০০০ সালের কথা। আমি তখন থাকতাম ভিয়েনাতে। সে বছরই প্রথম একটি মধ্য ডানপন্থী দল আর ফ্রিডম পার্টি নামে একটি উগ্র ডানপন্থী দলের সাথে কোয়ালিশন গড়ে। সে সময় এটা সারা দুনিয়ার সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছিল। এমনকি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভিয়েনার ওপর কূটনৈতিক নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করেছিল। আর এখন - ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ইতালিতে ক্ষমতাসীন জর্জা মেলোনি। তিনি এমন একটি পার্টির প্রধান যার উৎস প্রোথিত নব্যফ্যাসিস্ট আন্দোলনে। ফিনল্যান্ডে তিন মাস ধরে বিতর্ক চলার পর 'দ্য ফিন্স' নামের উগ্র ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী পার্টি সম্প্রতি ক্ষমতাসীন কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিয়েছে। সুইডেনের পার্লামেন্টে এখন দ্বিতীয় বৃহত্তম পার্টি হচ্ছে অভিবাসন বিরোধী এবং বহুসংস্কৃতিবাদ বিরোধী সুইডেন ডেমোক্র্যাটস। ডানপন্থী কোয়ালিশন সরকারের তারা এক গুরুত্বপূর্ণ সমর্থনদাতা। গত রোববার গ্রিসের নির্বাচনে তিনটি উগ্র ডানপন্থী দল পার্লামেন্টে ঢোকার জন্য যথেষ্ট আসন জিতেছে। অন্যদিকে স্পেনে সাম্প্রতিক আঞ্চলিক নির্বাচনে ভক্স পার্টি নামে একটি বিতর্কিত জাতীয়তাবাদী দল এতটাই ভালো ফল করেছে - যা সকল হিসেব নিকেশকে ভুল প্রমাণ করেছে। এটিই হচ্ছে ১৯৭৫ সালে ফ্যাসিস্ট একনায়ক জেনারেল ফ্রাংকোর মৃত্যুর পর স্পেনে প্রথম সফল উগ্র ডানপন্থী পার্টি। স্পেনে আর তিন সপ্তাহ পরেই জাতীয় নির্বাচন এবং তারপর এই ভক্স পার্টি হয়তো রক্ষণশীলদের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করবে - এমন কথাবার্তা এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। পোল্যান্ড আর হাঙ্গেরিতেও এখন আছে কট্টর রক্ষণশীল, একনায়কতান্ত্রিক মনোভাবের সরকার।

জানা অজানা

ঠাকুর না ধরা দিলে কে তাঁকে ধরতে পারে

সুনীল কুমার দে

মথুর মোহন বিশ্বাস অর্থাৎ মথুর বাবু মানে রানী রাসমনির জামাই প্রথম জীবনে প্রায় নাস্তিক ছিলেন।তাই তিনি সহজেই ঠাকুর কে মেনে নেন নি।অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন ঠাকুর কে।ঠাকুর মথুর বাবুর সব পরীক্ষায় পাশ করেছেন ও অবশেষে তিনি মথুর বাবু কে কৃপা করেছেন ও তাঁর স্বরূপ দেখিয়েছেন।

একবার মথুর বাবু দক্ষিনেশ্বর কালীবাড়ির নাট মন্দিরে বসে তামাক খাচ্ছিলেন।ঠাকুর বৈঠক খানার বারান্দায় পায়চারি করছিলেন আপন মনে।হঠাৎ করে পট পরিবর্তন হলো।মথুর বাবুর দিব্য দর্শন হলো।ঠাকুর যখন এ পাশ থেকে ও পাশে যাচ্ছেন তখন মথুর বাবু দেখলেন স্বয়ং ভোলানাথ পায়চারি করছেন।আবার যখন ঠাকুর ও পাশ থেকে এ পাশে আসছেন তখন তিনি দেখলেন মা কালী পায়চারি করছেন।তারপর দেখলেন শিব ও নেই আবার কালী ও নেই ঠাকুর পায়চারি করছেন।একই দেহে শিব ও শক্তির প্রকাশ দেখলেন মথুর বাবু।মথুর বাবু তামাক খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ছুটে গেলেন ঠাকুরের কাছে।পা জড়িয়ে ধরে বললেন, একি দেখলাম ঠাকুর।একই দেহে শিব ও শক্তির আবির্ভাব।যা দেখলাম তাকি সত্যি।

ঠাকুর হেসে বললেন,,যা দেখেছ তা সবই সত্যি।এবার বিশ্বাস হয়েছে তো।ঠাকুরের মধ্যে সব দেব দেবীর প্রকাশ ঘটেছিলো তাই তিনি আধার ও পাত্র অনুসারে তাঁর রূপ দেখাতেন ও যে ভক্ত যার উপাসক তাঁকে সেই রূপে ধরা দিতেন।মথুর বাবু শাক্ত ছিলেন তাই তাঁকে শিব ও কালী রূপে ধরা দিলেন।

সত্যি তিনি না জানালে পরে কে তাঁকে জানতে পারে।তিনি না কৃপা করলে পরে কে তাঁকে পেতে পারে।

খাবার কি আসলেই মানসিক উদ্বেগ কমাতে পারে?

ওমেগা থ্রি গ্রহণ থেকে শুরু করে কিটো ডায়েট মেনে চলা যে কোনও ধরনের উন্নত ডায়েট উদ্বেগ বা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে বলে বিশ্বাস করেন বিশেষজ্ঞরা।

উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা বিশ্বজুড়েই একটা সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও পরীক্ষা বা চাকরির ইন্টারভিউয়ের মতো নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতির কারণে উদ্বিগ্ন হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক মানুষ এখন নিয়মিতভাবে উদ্বেগের শারীরিক এবং মানসিক লক্ষণগুলো অনুভব করে।

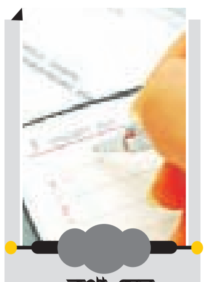

রূপা সেন
প্রাবন্ধিক

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগসহ বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে খাদ্যের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নামে এর অনুশীলন হয়, যার মধ্যে রয়েছে পুষ্টির মনোরোগবিদ্যা (নিউট্রিশনাল মনোরোগবিদ্যা) এবং মেটাবলিক মনোরোগবিদ্যা, ব্যাখ্যা করেছেন ড. নিকোলাস নরউইটজ, যিনি এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন।

একজন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন সেটা দেখার একটা আইডিয়া এটি - অন্তত আংশিক যেন বুঝতে পারা যায়, যেমন ডায়াবেটিস বা স্থূলতায় আক্রান্ত মানুষের মেটাবলিক কন্ডিশন।

শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলো থেকে মস্তিষ্ক আলাদাভাবে কাজ করে - এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। কারণ প্রত্যেকটি অঙ্গের কার্যক্রম খাদ্য দ্বারা প্রভাবিত। সেই কারণে, পুষ্টিকর খাবার ও লাইফস্টাইল সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য তৈরিতে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে।

তাহলে, থেরাপি এবং ওষুধের পাশাপাশি, কোন খাবার এবং ডায়েটগুলো উদ্বিগ্ন মানুষের উদ্বেগ বা মানসিক চাপ কমাতে সহায়তা করতে পারে?

প্রোবায়োটিকস ও ফার্মেন্টেড ফুড

মাইক্রোবায়োম ও উদ্বেগের মধ্যে একটা দ্বিমুখী সম্পর্ক আছে, বলছেন মি. নরউইটজ, যিনি এক গবেষণায় তুলে ধরেছেন যে, আমাদের অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া ভ্যাগাস নার্ভের মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্কের সাথে সংযোগ তৈরি করে (কথা বলে)।

আপনার অন্ত্রের সঙ্গে যদি মস্তিষ্কের সংযোগ থাকে, তাহলে সেটা মানসিক স্বাস্থ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং দারুণ একটা সাইকেল তৈরি করতে পারে। আপনি যা খাচ্ছেন, তার ওপর নির্ভর করছে আপনার মনের ইতিবাচক বা নেতিবাচক অবস্থা বলছেন মি. নরউইটজ।

ফার্মেন্টেড ফুড যেমন দই, কম্বুচা, কিমচি বা ফার্মেন্টেড বাঁধাকপি, ফার্মেন্টেড সবজি, চিজ, ভিনেগার, পাউরুটি এমন সব খাবারগুলোতে ভালো ব্যাকটেরিয়া থাকে। ভালো ব্যাকটেরিয়া অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এসব খাবার খেলে মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে তাই নিয়মিত এ ধরনের খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

অস্ট্রেলিয়ার ডিয়াকিন ইউনিভার্সিটির ফুড অ্যান্ড মুড সেন্টারের পরিচালক প্রফেসর ফেলিকা জাকা তার গবেষণাতেও দেখেছেন, উদ্বেগ, মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে খাবারের সম্পর্ক রয়েছে।

প্রফেসর জাকা বলছেন মানসিক এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যে অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে আমরা নতুন গবেষণায় যা জানতে পেরেছি, তা অনেক বড় একটা অগ্রগতি। এই গবেষণার ফল ভবিষ্যতের অনেক কিছুকে প্রতিনিধিত্ব করবে। অন্ত্রের স্বাস্থ্য ও এর ব্যাকটেরিয়াকে প্রভাবিত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুষঙ্গ হলো ডায়েট।

এই বিষয় নিয়ে এখন বিশ্বজুড়ে ব্যাপক

গবেষণা চলছে। মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য কীভাবে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যাবে ও কীভাবে এর পরিচালনা করতে পারি এ বিষয়ে জানতে হয়তো আমাদের বেশি সময় লাগবে না।

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার হবে, প্রোবায়োটিক ও প্রিবায়োটিক সাপ্লিমেন্ট এবং ফার্মেন্টেড ফুড যা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা পদ্ধতির অংশও হতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিড

মস্তিষ্কের সাধারণ কার্যকারিতার জন্য ওমেগা থ্রি যে বেশ সহায়ক এটা আমরা সবাই জানি। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় এটাও উঠে এসেছে যে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড বিষণ্ণতা, মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে । অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্য ও মনমেজাজ ভালো রাখতে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিডযুক্ত খাবার ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

একটি গবেষণায় উঠে এসেছে, উচ্চমাত্রার ওমেগা থ্রি গ্রহণ ও প্রদাহের মাত্রা কম থাকার সঙ্গে একটা সম্পৃক্ততা আছে, যার ফলে উদ্বেগ বা মানসিক চাপের লক্ষণগুলো কমে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন - প্রদাহ কমাতে, হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি এড়াতে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ওমেগা থ্রি খুবই প্রয়োজনীয়।

নরউইটজ বলছেন, ওমেগা থ্রি ও উদ্বেগ সংক্রান্ত যেসব ডেটা পেয়েছি তা দারুণ। সামুদ্রিক মাছে যে ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায় তা মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মনের স্বাস্থ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এটি।

খাদ্যতালিকায় কোনও তৈলাক্ত বা চর্বিযুক্ত মাছ অন্তর্ভুক্ত করার সময় এই বিষয়গুলো মনে রাখার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

ওমেগা থ্রি হলো অসম্পৃক্ত বা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা মূলত মাছের তেলে পাওয়া যায়। প্রায় সব মাছেই কম বেশি ওমেগা ৩ চর্বি থাকে। তবে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সামুদ্রিক মাছে। যেমন ইলিশ, টুনা, সার্ডিন, স্যামন, ট্রাউট, হেরিং, কড মাছের তেলে।

সার্ডিন, স্যামনসহ বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছে যে ধরনের ওমেগা থ্রি পাওয়া গেছে তা 'মস্তিষ্কে প্রাপ্ত নিউরোট্রফিক ফ্যাক্টর' বাড়াতে পারে যেটা মস্তিষ্কের জন্য স্বাস্থ্যকর এবং ডোপামিন ও সেরোটোনিনের মাত্রা উন্নত করতে পারে।

সপ্তাহে অন্তত দুইবার ওমেগা থ্রি সমৃদ্ধ মাছ খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে মাছ না ভেজে গ্রিল করে কিংবা অল্প আঁচে রান্না করে খাওয়ার পরামর্শ দেন তারা। কারণ অল্প আঁচে রান্না বা গ্রিল করলে মাছের তেলে অপরিবর্তিত ওমেগা থ্রি ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়।

মাছ ছাড়াও কিছু খাবারে ওমেগা থ্রি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন আখরোট বা তিসির তেল, চিয়া সিড, সয়াবিন, সবুজ সবজি, ইত্যাদি।

তবে ওমেগা থ্রি সমৃদ্ধ মাছ আর বাদাম জাতীয় খাবার যদি কেউ সপ্তাহে দু তিনদিন না খান তাহলে তাদের বিকল্প উৎস বা সাপ্লিমেন্ট নেয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

মেডিটেরিয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় খাবার

বেশ কিছু গবেষণায় উঠে এসেছে, কীভাবে মেডিটেরিয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় খাবার মানসিক স্বাস্থ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

একটা কারণ হলো - এটা রক্তে সুগার বা শর্করার মাত্রা সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখে যেটা মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষকদের মতে - যদি কারও রক্তে শর্করা স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়, তাহলে তিনি ক্লান্ত, খিটখিটে বা বিষণ্ণ বোধ করতে পারেন। নিয়মিত খাওয়া এবং ধীরে ধীরে শক্তি নির্গত করে এমন খাবার খাওয়া হলে, তা ব্যক্তির রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করতে পারে।

বেশি মাংস ও দুগ্ধজাত খাবার থাকে না ভূমধ্যসাগরীয় খাবারে। সাধারণ ফল, শাকসব্জি, শস্যদানা, মাছ, বাদাম ও অলিভ অয়েল থাকে এই ধরনের খাবারে।

এমন খাবার মন মেজাজ ভালো রাখতে সাহায্য করে বলে গবেষকরা বেশ কিছুদিন ধরেই দাবি করে আসছেন।

গবেষক পিরিল হেপসোমালি বলছেন, তিনি ও তার দল বিভিন্ন গবেষণায় দেখেছেন যে ডায়েটে সুষম খাবার বিশেষ করে শাকসবজি, মাছ, ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার ও পানি বেশি পরিমাণে থাকলে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে মনের ওপর।

যদিও এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ - কোনও একক খাদ্য উপাদান বা নির্দিষ্ট গ্রুপের খাবার থেকে সব উপকারিতা আসে না। খাদ্যে বৈচিত্র থাকা জরুরি।

প্রদাহ কমাতে যে ডায়েট তৈরি করা হয়, সেই ডায়েট উদ্বেগজনিত লক্ষণ কমাতে সাহায্য করে, বলছেন পিরিল হেপসোমালি।

কিটো ডায়েট

লো কার্ব ডায়েট মানসিক স্বাস্থ্যে কতটা সাহায্য করে এই নিয়ে গত বেশ কয়েক বছর ধরে গবেষণা চলছে।

ওজন কমানোর উপায় হিসেবে পুরো বিশ্বেই কিটো ডায়েটের জনপ্রিয়তা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ বেড়েছে। কিছু গবেষণায় এটাও বলা হয়েছে যে এমন ডায়েট মনের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটায়।

ড. নিকোলাস নরউইটজ বলছেন, অনেকগুলো ট্রায়াল হয়েছে যেখানে দেখা গেছে যে কিটোজেনিক ডায়েট মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। ফ্রান্সের সাম্প্রতিক একটি গবেষণাতেও ইতিবাচক ফলাফল এসেছে যা অনেকের নজর কেড়েছে।

গবেষণার অংশ হিসেবে, বিষণ্ণতা, বাইপোলার এবং সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্তদের নিয়ে আলাদাভাবে কাজ করেন গবেষকরা । সেখানে তারা দেখতে পান যে কিটো ডায়েটের ফলে তাদের মানসিক অসুস্থতা প্রায় শতভাগ দূর হয়ে গেছে।

এই বিষয়ে অনেকেই বলছেন, এমনকি চিকিৎসকরাও বলছেন যে কিটোজেনিক ডায়েট উদ্বেগকে অনেকটাই প্রশমিত করতে পারে - বলছেন মি নরউইটজ।

তবে নতুন ডায়েট শুরু করার আগে অবশ্যই পেশাদার চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে কারণ এককে ব্যক্তির স্বাস্থ্য বিবেচনায় পুষ্টি চাহিদা বা প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন ভিন্ন, আর এই কথাটা ড. নরউইটজসহ সব বিশেষজ্ঞরাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

হলি আর্টিজান হামলা ঃ সপ্তম বার্ষিকীতে নিহতদের প্রতি কূটনীতিকদের শ্রদ্ধা

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার সপ্তম বার্ষিকীতে, নিহতদেরর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে ইতালি, জাপান, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ। ২০১৬ সালের ১ জুলাই ঢাকার গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারিতে হামলা চালিয়ে, ১৭ জন বিদেশি, দুই পুলিশ সদস্যসহ ২২ জনক হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের সবচেয়ে ভয়াবহ এই জঙ্গি হামলায় অন্তত ৫০ জন গুরুতর আহত হন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন ৯ জন ইতালীয়, ৭ জন জাপানি, একজন ভারতীয়, একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান এবং দুইজন বাংলাদেশি নাগরিক। দিবসটি উপলক্ষে ঢাকায় অবস্থিত ইতালির দূতাবাসে একটি স্মৃতিফলক উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি, ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা এবং যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সিডিএসহ ঢাকায় অবস্থিত চারটি মিশনের প্রতিনিধি, নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় ভারতের হাইকমিশনার ভার্মা বলেন যে তাদের প্রার্থনায় থাকা সমস্ত নিহতদের জন্য, আজ স্মরণের দিন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অংশীদার হিসেবে আমরা এই বর্বরোচিত ও অমানবিক ঘটনার শোক ও আঘাত পুরোপুরি ভাগ করে নিই। এই ধরনের হামলা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাদের সংকল্পকে আরো শক্তিশালী করে তোলে এবং আমাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় করে যে, কোনো কারণেই সন্ত্রাসবাদ সমর্থন যোগ্য হতে পারে না।

সাময়িকী

সংখ্যায় বাড়ছে লিঙ্গ নিরপেক্ষ শৌচালয়, উপযোগিতা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত এলজিবিটিকিউ গোষ্ঠী

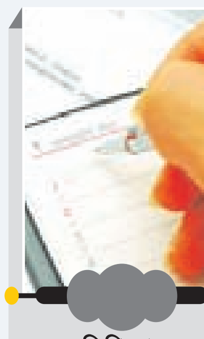

তিথি রায়
কলামিস্ট

দোকানবাজার ও আরো নানা কাজে আমাদের বাইরে বেরোতেই হয়। বাইরে বেরোলে টয়লেটে যাওয়ার দরকার পড়ে। কিন্তু, পাবলিক টয়লেটে গেলেই দেখি লেখা থাকে পুরুষমহিলা। আমরা তো ছেলে বা মেয়ে নই। অন্য আরেকটা রূপ। তখন বুঝতে পারি না কোনটায় ঢুকব। হয়তো কোনো একটায় ঢুকে পড়লাম এবং সেখানে কেউ একজন আমাকে অপমান করল। এমনকি, বিভিন্নভাবে কটূক্তিও করা হয়, এই অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার রূপান্তরকামী নারী শুভ দাস।

আবার, পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার রূপান্তরকামী নারী ও লিঙ্গকর্মী সিন্টু বাগুইয়ের কথায়, আমরা যাঁরা এলজিবিটিকিউআইএ কমিউনিটির মানুষ তাদের পাবলিক টয়লেট ব্যবহার করতে বেশ সমস্যা হয়। কাজের জন্য বাইরে বেরোতেই হয়। কিন্তু স্টেশন চত্বর, বাসটপগুলোতে টয়লেটের পরিকাঠামোর অভাব। টয়লেটে যাবার প্রয়োজনীয়তা হলেও সেই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সারাদিন পর বাড়ি ফিরে তবেই টয়লেটে যাওয়া যায়। এটা তো ঠিক নয়। বহু মহিলাদেরও এই একই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। ভারতে, ২০১৪-এ নালসা জাজমেন্ট দেওয়া হয়। ট্রান্সজেন্ডার প্রোটেকশন অ্যাক্ট তৈরি হয়। তারপরেও, আমাদের স্বাস্থ্য বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে। আমাদের শেখানো হয় পরিচ্ছন্ন টয়লেট ব্যবহারের কথা। কিন্তু, জনপরিসরে সে সুযোগ কোথায়?

পাশাপাশি, কলকাতা শহরের বাসিন্দা দীপ্তরাজ সেন (নন বাইনারি) জানাচ্ছেন, একবার, কলকাতার মধ্যেই আমি এক বান্ধবীর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। তিনি রূপান্তরকামী মহিলা। রাস্তায় তার টয়লেটে যাবার দরকার পড়ে। সে যখন মহিলাদের টয়লেটে যেতে চাইছিল তখন সেখানে উপস্থিত অন্যান্যরা বেশ হাসি মজা করছিল। এই শহরেরই আরো এক বাসিন্দা, ইয়ুবরাজ রাহা (নন বাইনারি)বলছেন, কলকাতার শপিং মলগুলোতেও টয়লেটে পুরুষ এবং মহিলার বিভাজন। যদিও অনেক রেস্টুরেন্ট, শপিং কমপ্লেক্স সহ অন্যান্য জায়গায়, একটাই টয়লেট থাকে, আলাদা করে কোন লিঙ্গ নির্দেশ করা থাকে না। কিন্তু, সেটা লিঙ্গ সচেতনতার জন্য নয়। বরং কিছুটা অর্থনৈতিক সুবিধে, কিছুটা জায়গার ঘাটতির জন্যই সে ব্যবস্থা করা হয়। আবার, ক্যুইয়ার গোষ্ঠীর সদস্য শান্তনু বিশ্বাসের কথায়, রোজ আমাদের স্টেশনের শৌচালয় ব্যবহার করতে হয়। স্টেশনের টয়লেটগুলোতে ক্যুইয়ার ব্যক্তিদের বেশ অসুবিধে হয়। তাছাড়া, যে কোন লিঙ্গেরই মানুষ হোন না কেন পাবলিক টয়লেটে অনেক সময় নিরাপত্তার অভাব হয়। জুন মাস প্রাইড মান্থ। প্রাইড মান্থ এর উদযাপন জুড়ে থাকে সাতরঙা রামধনু। অথচ, ২০২৩ এর জুন মাসে দাঁড়িয়েও শুভ, সিন্টু, দীপ্ত, ইয়ুবরাজ কিংবা শান্তনুর সঙ্গে কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় শহর থেকে গ্রাম, স্টেশন থেকে শপিং মল, এলজিবিটিকিউআইএ গোষ্ঠীর মানুষদের শৌচালয় ব্যবহারে যথেষ্ট অসুবিধে রয়েছে। ঠিক একইভাবে, এই ঘটনাগুলোর মধ্যে দিয়েই উঠে আসছে লিঙ্গ নিরপেক্ষ শৌচালয় তৈরি গুরুত্বও। ২০২১ সালের জুন মাসে, ভারতের রাজধানী দিল্লির পৌর পরিষদের উদ্যোগে একটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ শৌচালায় তৈরি করা হয়েছিল। সম্প্রতি, চলতি বছরের মে মাসের শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ভারতের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃতি পেয়েছে লিঙ্গ নিরপেক্ষ শৌচালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ইংরেজি বিভাগের একটিশৌচালয় খুলে দেওয়া হয়েছে সকল লিঙ্গ পরিচিতির মানুষের জন্য, এটি একটি 'সিঙ্গল ইউজ টয়লেট' অর্থাৎ পুরুষ, মহিলা ও অন্যান্য লিঙ্গ পরিচিতির মানুষদের জন্য একটিই শৌচালয়, যেখানে লিঙ্গ বিভাজন থাকছে না। তবে এই শৌচালয় ব্যবহারে রূপান্তরকামী মানুষেরা কতটা স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন সে প্রশ্ন উঠছে।

পাঠকের চিঠি

সুদিন ও দুর্দিন

সুদিন অর্থাৎ ভালো দিন যেদিন মনে খুশি থাকবে,আনন্দ থাকবে,সুখ থাকবে ,শান্তি থাকবে।যেদিন শরীরে কোন রোগ ব্যাধি থাকবে না,কোনো অঘটন,বিঘটন ও দুর্ঘটনা ঘটবে না সেদিন টা ভালো দিন ও সুদিন।যেদিন কোনো দুঃখ,বিপদ হবে,রোগ মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকবে,মনে অশান্তি ও কষ্ট থাকবে,ঘর ও পরিবারে ঝগড়া,ঝাটি,অশান্তি,নিরানন্দ থাকবে,অভাব অনটন থাকবে সেদিন টা দুর্দিন ও খারাপ দিন।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব উল্টো কথা বললেন,,সুখ,দুঃখ,হাঁসি কান্না,রোগ অসুখ, বিপদ আপদ ,ভাল মন্দ এ গুলো জীবনের অঙ্গ, এ গুলো তাই সারা জীবন থাকবে।এ গুলো কে সুদিন বা দুর্দিন বলে না, যেদিন তুমি ভগবানের নাম করতে পারলে না,ভগবান কে ডাকতে ও স্মরন করতে পারলে না,কোনো মঠ,মন্দির ও আশ্রমে যেতে পারলে না,ভগবানের কথা শুনতে পারলে না সেদিন টা তোমার দুর্দিন।ভগবানের নাম গান করলে বা না করলে ভগবানের কিছু যায় আসে না।লাভ বা লোকসান আমার ও তোমার হয় দ্রৌপদী নয়।দ্রৌপদী বস্ত্র হরণের সময় প্রানখুলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে ডাকলেন ফলে দ্রৌপদী লজ্জ্যা নিবারণের জন্য বস্ত্র পেলেন।আমরা যদি ভগবান কে ডাকি বা তার নাম করি তাহলে তিনি ও আমাদের মনে রাখবেন ও সব সময় আমাদের কাছে কাছে থাকবেন।তুমি মানুষের জন্য সারা জীবন করে যাও কিন্তু যদি কোনো কারনে একদিন না করতে পারো তাহলে সে বিগড়ে যাবে ও তোমায় ভুলে যাবে।কিন্তু ভগবান কে একটু ভালোবাসা দিতে পারলে বা তাকে আপন করতে পারলে তিনি সারা জীবনের জন্য তোমার কাছে বাঁধা পড়ে যাবেন ও আপন জন হয়ে যাবেন।সেজন্য বললাম প্রতিদিন তাকে স্মরন করা উচিত,তার নাম করা উচিত।যেদিন করতে পারবো না সেদিন টা হবে আমাদের দুর্দিন।

সুনীল কুমার দে,পোটকা

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ক্লিমটের 'লেডি উইথ অ্যা ফ্যান' ১০ কোটি ডলারে নিলামে বিক্রি

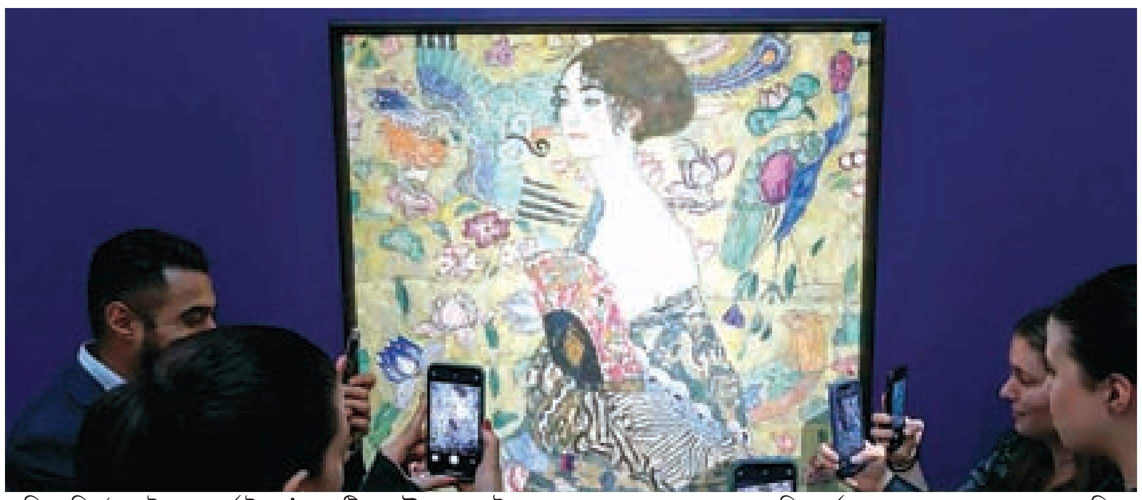

লন্ডনঃ অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত চিত্রকর গুস্তাফ ক্লিমটের সবশেষ পরিপূর্ণ চিত্রকর্ম 'লেডি উইথ অ্যা ফ্যান' নিলামে তুলেছিল সোথেবি অকশন। ৮ কোটি ডলারে নিলাম ডাকা শুরু হলে মাত্র ১০ মিনিটে ১০ কোটি ডলারে এটি বিক্রি হয়ে যায়।

মঙ্গলবার ছবিটি ১০ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলারে নিলাম হয়েছে বলে জানিয়েছে সোথেবি অকশন হাউজ। ১৯১৮ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারির সময় নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত তহয়ে ক্লিম্‌ট মাত্র ৫৫ বছরে মারা যান। মৃত্যুর আগে অনেক ছবি এঁকেছিলেন, যেগুলো শেষ করে যেতে পারেননি। 'লেডি উইথ অ্যা ফ্যান' তার আঁকা শেষ মাস্টারপিস, যেটি শেষ করে যেতে পেরেছিলেন।

লন্ডনের ওই নিলামে বিখ্যাত চিত্রকর পাবলো পিকাসো এবং ক্লদ মনে'র ছবিও ছিলো। কিন্তু সেগুলো নিলাম হয় ক্লিমটের ছবির তুলনায় কম দামে। তবে নিলামে বিক্রি হওয়া ক্লিমটের সবচেয়ে দামি ছবি 'ওয়াটার সার্পেন্ট ২', যেটি ২০১৫ সালে ১৭ কোটি মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়।

ক্লিমটের ছবিতে নারী শরীর প্রাধান্য পেয়েছে সবসময়। তার ছবির মাধ্যমে যেভাবে তিনি নারীর সৌন্দর্য এবং যৌনতাকে উপস্থাপন করেছেন তবে তা নিয়ে বরাবরই ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। ১৯০০ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেট হলের সিলিং -এ যখন তিনি ছবি আঁকার কাজ শেষ করলেন, তখন এটাকে পর্নোগ্রাফিক চিত্রকর্ম বলে সমালোচনা করা হয়েছিল। এই সমালোচনার জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে সেই প্রকল্প থেকে একেবারে সরিয়ে দেন। এরপর থেকে ক্লিম্‌ট আর কোনো প্রকল্পের সাথে যুক্ত হননি। এরপর থেকে 'প্রাইভেট ক্লায়েন্ট'

ঘগ্রাপার থানায় নাবালিকার শ্লীলতাহানি কাণ্ডে জড়িত ওসির দায়িত্বে থাকা ইন্সপেক্টর বিমান রায়কে চাকরি থেকে বরখাস্ত

মহিলা এবং শিশুর বিরুদ্ধে কোন ধরনের অপরাধ সহ্য করা হবে না বলে স্পষ্ট ঘোষণা ডিজিপি জিপি সিংহের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ নলবাড়ি জেলার ঘগ্রাপার থানায় নাবালিকার শ্লীলতাহানি কাণ্ডে জড়িত ওসির দায়িত্বে থাকা ইন্সপেক্টর বিমান রায়কে প্রথমে নিলম্বন করা হয়েছিল। অবশেষে গতকাল রাতে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। বর্তমান পালিয়ে থাকা ইন্সপেক্টর বিমান রায়কে নজিরবিহীন ভাবে মোস্ট ওয়ান্টেড পলাতক ঘোষণা করেছে অসম পুলিশ। ঘগ্রাপার থানার ওসির দায়িত্বে থাকা ইন্সপেক্টর বিমান রায় অসম পুলিশের মান সম্মান ডুবিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেন এক মাসের মধ্যে এই মামলার অভিযোগ নামা দাখিলের ক্ষেত্রে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। রাজ্যে মহিলা এবং শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপোষ করা হবে না। এই ধরনের কোনো অপরাধ সহ্য করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য অভিযোগ অনুযায়ী গত ২১ জুন নলবাড়ি জেলার ঘগ্রাপার থানায় এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করার ভয়ংকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এমনকি এই থানার ওসি ইন্সপেক্টর বিমান রায়ের বিরুদ্ধে ১৭ বছরের এই নাবালিকার নগ্ন ছবি তোলার অভিযোগ রয়েছে। এর পরেই সেই নাবালিকার এজাহার পরিপ্রেক্ষিতে যাবতীয় ঘটনা জানা যায়। অভিযোগ অনুযায়ী থানার ওসি ইন্সপেক্টর বিমান রায় সারারাত ধরে সেই নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা করেছেন। অশ্লীল ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ঘটনার ক্ষেত্রে নাবালিকার এজাহার দাখিলের পরেই রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে যান ইন্সপেক্টর বিমান রায়। গত দুইদিন থেকে তার মোবাইল বন্ধ রয়েছে।

এই ঘটনার পরেই অবশেষে শুক্রবার নলবাড়ি জেলার ঘগ্রাপার থানায় এসে উপস্থিত হয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি ঘগ্রাপার থানায় উপস্থিত হয়ে সেখানে কর্তব্যরত প্রতিজন পুলিশ কর্মী এবং অফিসারের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। এমনকি নাবালিকার শ্লীলতাহানি কান্ডের পর তারে এজাহারে উল্লেখ থাকা মহিলা সাব ইন্সপেক্টর লিজা টাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন স্বয়ং ডিজিপি জিপি সিংহ। উল্লেখ্য নিজের এজাহারে উল্লেখ করা অনুযায়ী সেই নাবালিকা মহিলা সাব ইন্সপেক্টর লিজা টাইকে তার বিরুদ্ধে হওয়া যৌন হেনস্থার ঘটনা জানানোর পরেও সেই মহিলা সাব ইন্সপেক্টর তাকে মুখ না খোলার জন্য ধমকি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে। এদিন ঘগ্রাপার থানায় এসে উপস্থিত হয়ে মহিলা সাব ইন্সপেক্টর লিজা টাই কান্দনে ভেঙ্গে পড়েন।

যাবতীয় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন ঘগ্রাপার থানায় একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। নলবাড়ি থেকে একটি নাবালিকা মেয়েকে ঘগ্রাপার থানায় সারারাত্র রাখা হয়। অভিযোগ অনুসারে সেই রাত আড়াইটা নাগাদ ওসি ইন্সপেক্টর বিমান রায় সেই নাবালিকার কিছু আপত্তিকর ছবি তুলেছিলেন। এক্ষেত্রে একটি মামলা রজ্জু করা হয়েছে। এই মামলার তদন্ত করছেন একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। ঘটনার তদন্ত করা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এটা নিশ্চিত করেছেন যে নাবালিকার শ্লীলতাহানি কান্ডে ঘগ্রাপার থানার ওসির দায়িত্বে থাকা ইন্সপেক্টর বিমান রায় সম্পূর্ণভাবে জড়িত রয়েছে। তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বর্তমান পালিয়ে থাকা বিমান রায় পলাতক হিসেবে ঘোষণা করে অতি শীঘ্রই তাকে গ্রেফতার করার জন্য এই মামলার ইনচার্জকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য পলাতক বিমান রায়ের হদিস খুঁজে বের করার জন্য ইতিমধ্যে অর্থ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন ডিজিপি। তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সিরিয়াস অভিযোগ রয়েছে। তিনি বলেন আগামী ১৫ থেকে এক মাসের মধ্যে এই ঘটনার অভিযোগ নামা দাখিল করার প্রচেষ্টা করা হবে। ইতিমধ্যে নিলম্বিত বিমান রায়ের গতকাল রাতে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান জিপি সিংহ। তিনি বলেন ইন্সপেক্টর বিমান রায় অসম পুলিশের সম্মানহানী করেছেন। এই ইন্সপেক্টর এর জন্য আজ অসম পুলিশ লজ্জিত। রাজ্যে মহিলা এবং শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপোষ করা হবে না। মহিলার সম্মান রক্ষা এবং শিশুর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অসম পুলিশ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ফলে এই ধরনের কোনো অপরাধ সহ্য করা হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ।

এই ঘটনার পর সারা রাজ্য জুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই ধরনের ঘটনা এ রাজ্যে কোনোদিনও সংঘটিত হয়নি। বিশেষ করে অসম পুলিশে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য এর আগে সামাজিক মাধ্যমে আবেগপ্রবণ হয়ে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেছেন একটি থানা কখনো সাধারণ মানুষের অসুরক্ষিত স্থান হতে পারে না। এটা আমজনতার জন্য অত্যন্ত সুরক্ষিত স্থান। থানা পুলিশের জন্য মন্দির। অথচ ইন্সপেক্টর বিমান রায় নিজের অপকাণ্ডের মাধ্যমে অসম পুলিশকে লজ্জিত করেছেন। প্রত্যেককে হতাশ করেছেন। এর জন্য অসম পুলিশ আজ দুঃখিত। এর ফলে তাকে পুলিশের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার নলবাড়ি সদর থানায় ঘগ্রাপার থানার প্রত্যেক পুলিশকর্মী এবং অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন নলবাড়ি জেলার পুলিশ সুপার এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। প্রসঙ্গত ২০১৭ সালে বকো থানার ওসি হিসাবে দায়িত্বে থাকার সময় ইন্সপেক্টর বিমান রায়কে দুর্নীতি নিবারণ শাখা তাকে গ্রেফতার করেছিল। এর জন্য তাকে বেশ কয়েকদিন কারাগারে থাকতে হয়েছে। পলাতক বিমান রায়ের স্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছেন গত দুদিন থেকে তার স্বামীর সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ হয়নি। তবে স্বামী যদি অপরাধ করে থাকেন তাহলে তার শাস্তি হওয়া উচিত। একই ধরনের মন্তব্য করেছেন বিমান রায়ের বড় ভাই। তিনি বলেছেন আইনের দৃষ্টিতে তার ছোট ভাই যদি ভুল করেছেন কিংবা অপরাধ করেছেন তাহলে তার অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত।

ডিলিমিটেশনের প্রতিবাদ জানানো নেতাদের যে কোন স্থান থেকে জয়লাভ করার আত্মবিশ্বাস নেই বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

নভেম্বর থেকে এপ্রিলের মধ্যে রাজ্যের ২৮ হাজার গ্রামে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক মহারণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ডিলিমিটেশনের খসড়া সংক্রান্তে ফের একবার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এই বিষয় নিয়ে যারা সড়কে প্রতিবাদ করছেন তাদের যে কোনো স্থান থেকে নির্বাচনে জয়লাভ করার আত্মবিশ্বাস নেই। কেন্দ্র যেটাই হোক সারা অসমের মধ্যেই থাকবে। ফলে এখানে আপত্তি করার কি রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তার নিজের কেন্দ্র ডিলিমিটেশনের খসড়ায় প্রভাবিত হয়েছে। সেই বলে তিনি তো রাস্তায় নামেননি। তার নিজের এক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রসঙ্গত দুই দিনের সফরসূচি নিয়ে শুক্রবার দিল্লি থেকে তেজপুরে উপস্থিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিন তিনি তেজপুরের প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন এবং উদ্বোধন করেছেন। তিনি এদিন শোনিতপুর জেলার তেজপুরে উপস্থিত হয়ে লিচু পুখুরির নবনির্মিত উদ্যানের শুভ উদ্বোধন করেছেন। তাছাড়া চকবাজার গৃহ নির্মাণ প্রকল্প, তেজপুর হজরাপুখুরি সংহত ক্রীড়া প্রকল্প তথা তেজপুরের জলপ্রমুক উন্নয়ন এবং পক্ষী নিরীক্ষণ স্তম্ভ, তেজপুর বরপুখুরি সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প এবং পরুয়াতে ১০০০ আসন যুক্ত প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ প্রকল্পের ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। তেজপুরের চার্জ ফিল্ডে আয়োজন করা অনুষ্ঠানে গুয়াহাটি মহানগরের সরুসজাই স্টেডিয়ামে আয়োজিত বিহু নৃত্যের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করা শোনিতপুরের বিহু নর্তকি এবং ঢোলবাদকদের মানপত্র ও ২৫ হাজার টাকা করে পুরস্কার প্রদান করেছেন তিনি

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্যে ২৮ হাজার গ্রাম রয়েছে। এই গ্রামগুলোতে নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে সাংস্কৃতিক মহারণ আয়োজন করা হবে। প্রতিটি গ্রামে এক একটি দল থাকবে। এই দলগুলো বিহু নিত্য, ভূপেন্দ্র সংগীত, বিষ্ণু সঙ্গীত, জ্যোতি সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত এবং অসমের যেকোনো একটি উপজাতি নৃত্য প্রদর্শন করতে পারবে। গ্রামে নির্বাচিত হওয়া প্রতিযোগীরা পঞ্চায়েত পর্যায়ে হওয়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। যারা এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করবে তারা বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিতে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এরপর জেলা পর্যায়ে জয়লাভ করার পর প্রতিযোগীরা গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠেয় এক বিশাল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুবিধা পাবে। বিহু নর্তকী এবং ঢোল বাদকদের সহযোগিতা নেওয়ার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন ২০২১ সালের ৯ মে তেজপুরে চকবাজারের ভেতরের অংশে বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার ফলে ৩০০ অধিক দোকান হয়েছিল। এই বাজারটির পুনর্নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার শহর পরিকাঠামো তহবিলের অধীনে ৩০.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করার মাধ্যমে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। নির্মাণের সময়ে এখানে থাকা ব্যবসায়ীদের জীবন এবং জীবিকার উপরে যাতে আঘাত না পড়ে তার জন্য ৩.৬ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ধোবি ঘাটে ২৫৪ টি দোকান নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শোনিতপুর জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারকে খারাপ পেয়েছেন বলে হাসিমুখে মন্তব্য করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন জনসমক্ষে এটা বলছেন যে তিনি জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারকে খারাপ পেয়েছেন। এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে বিহু নর্তকি এবং ঢোলবাদকদের সভার স্টেজ থেকে অনেক দূরে বসানো হয়েছে। এমনকি তাদের চেহারা পর্যন্ত তিনি সঠিকভাবে দেখতে পারছেন না বলে ক্ষোভ বিরক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে অনুষ্ঠানের পর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি সোজাসুজি বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকদের পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তাদের সঙ্গে সেলফি উঠিয়েছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে গৃহ এবং নগর পরিক্রমা বিভাগের মন্ত্রী অশোক সিংহল, সাংসদ পল্লব লচন দাস, বিধায়ক পৃথ্বিরাজ রাভা, বিধায়ক প্রমোদ বরঠাকুর, বিধায়ক গণেশ লিম্বু, বিদায় কৃষ্ণকমল তাঁতি প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গ্রীষ্ম বন্ধের সময় কোন ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রেণীর জন্য শিক্ষা বিভাগ কিংবা সমগ্র শিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি বলে মন্তব্য শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর

কোনো পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক গ্রীষ্ম শিবিরের ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগের নির্দেশকে মানবে না অসম রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্মিলনী

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ গরমের ছুটিতে বিদ্যালয় গুলিতে গ্রীষ্মকালীন শিবির অনুষ্ঠিত করতে হবে বলে শিক্ষা বিভাগের তরফে এক নির্দেশ জারি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে অসম রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্মিলনী। কোনো অবস্থাতেই বাধ্যতামূলক গ্রীষ্ম শিবিরের ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগের নির্দেশকে মানা হবেনা বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এই শিক্ষক সংগঠন। তবে শিক্ষা বিভাগ কিংবা সমগ্র শিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে এই ধরনের কোনো নির্দেশ জারি করা হয়নি বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। শুক্রবারে এক্ষেত্রে একটি টুইট করে এই বিষয়ে স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন তিনি।। নিজের টুইটে শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু স্পষ্টভাবে বলেছেন যে গ্রীষ্ম বন্ধের সময় কোন ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রেণীর জন্য বিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষাবিভাগ অথবা সমগ্র শিক্ষা অভিযানের তরফে কোন ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তবে বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতি এবং বিদ্যালয় পরিচালনা ও উন্নয়ন সমিতিকে গ্রীষ্মকালীন বন্ধের সময় স্বেচ্ছায় আগ্রহী শিক্ষকের মাধ্যমে পরিপূরক শ্রেণীর পাঠদান এবং বিনোদনমূলক সহ পাঠক্রমে কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর আগেও বিদ্যালয়গুলো এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানান শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। উল্লেখ্য এরই মধ্যে প্রচারিত সংবাদ অনুযায়ী গুনোৎসবে সি এবং ডি পাওয়া বিদ্যালয়গুলোকে গ্রীষ্ম বন্ধকালীন শনিবারে এক ঘন্টা এবং রবিবারে দু'ঘণ্টা করে পাঠদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তাছাড়া এক্ষেত্রে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের মাধ্যমে গ্রীষ্ম বন্ধে বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রীষ্ম শিবির অনুষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন জেলায় আদেশ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে অসম রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্মিলনী। এই শিক্ষক সংগঠনটি সমগ্র শিক্ষা অভিযানের সঞ্চালককে পত্র প্রেরণ করে এই নির্দেশ বাতিল করার দাবি জানিয়েছে। সেই চিঠিতে বলা হয়েছে গত ২৬ জুন অনুষ্ঠিত ভিডিও কনফারেন্সের আলোচনা অনুযায়ী সমগ্র শিক্ষা অভিযানের দেওয়া এক নির্দেশের ভিত্তিতে গ্রীষ্ম বন্ধতে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রীষ্ম শিবির অনুষ্ঠিত করার জন্য অসমের বিভিন্ন জেলায় আদেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে অসম রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্মিলনী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে স্বইচ্ছায় সামাজিক দায়বদ্ধতার অধীনে অধিকাংশ শিক্ষক নিজের নিজের এলাকায় গ্রীষ্মকালীন শিবিরে অংশ নিয়ে আসছেন। ভবিষ্যতেও অংশ নেবেন। তবে এক্ষেত্রে কোন ধরনের বাধ্যতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত করার নির্দেশ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অসম রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্মিলনীর প্রধান সম্পাদক রাতুল চন্দ্র গোস্বামী বলেছেন কোন কারণ নেই এই বাধ্যতামূলক গ্রীষ্ম শিবিরের ক্ষেত্রে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের নির্দেশ মানা হবে না। তাছাড়া সমগ্র শিক্ষা অভিযান শিক্ষা বিভাগের নির্দেশের বিপরীত স্থিতিতে কেন অবস্থান করছে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। শিক্ষক সংগঠনটির প্রধান সম্পাদক রাতুল চন্দ্র গোস্বামী বলেন শিক্ষা বিভাগ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদের মাধ্যমে প্রস্তুত করা শিক্ষা দিনপঞ্জিকে কোন ধরনের তোয়াক্কা না করে সমগ্র শিক্ষা অভিযান নতুন নতুন নির্দেশনা জারি করছে। এর ফলে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষার মানদন্ড নিম্নগামী হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষকসমাজ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। ফলে গ্রীষ্মকালীন শিবির বাধ্যতামূলকভাবে অনুষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন জেলায় দেওয়া নির্দেশ বন্ধ করার জন্য সর্বশিক্ষা অভিযানের মিশন সঞ্চালককে স্মারকপত্র প্রদান করেছে অসম রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্মিলনী। এক্ষেত্রে নিজেদের স্থিতি স্পষ্ট করেছেন সংগঠনটির সভাপতি অখিল চন্দ্রনাথ এবং প্রধান সম্পাদক রাতুল চন্দ্র গোস্বামী।

প্রশাসনের উদ্যোগে হুল দিবস পালন

সিউড়ী (নিজস্ব প্রতিনিধি) - তিরিশে জুন হুল দিবস। বীরভূম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সিউড়ী সিধো কানহু প্রাঙ্গণে যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে হুল দিবস পালন করা হয়। শহীদের স্মৃতির উদ্দেশ্য পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন জেলাশাসক বিধান রায়। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। জেলাশাসক বিধান রায় বলেন, এ এক অন্য অনুভূতি। প্রশাসন মানে শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা নয় প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভগবান আছে তাদের সঙ্গে একাত্ম ভাবে মিশে যাওয়া।

তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত বীরভূমের চোদ্দো কর্মী

সিউড়ী (নিজস্ব প্রতিনিধি)- পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বীরভূম জেলার চোদ্দোজন বিক্ষুব্ধ তৃণমূলকর্মীকে বহিষ্কার করলো তৃণমূল। শুক্রবার বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা বলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কোরকমিটি আহ্বায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী এবং বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় প্রতীকে প্রার্থী না হতে পেরে নির্দল হিসেবে মনোনয়ন জমা করে এই চোদ্দোজন তৃণমূলকর্মী। খয়রাশোল ব্লকের পাঁচ,দুবরাজপুর ব্লকের তিনজন,নলহাটি দুইনং ব্লকের তিনজন,সিউড়ি একনং ব্লকের দুইজন,রামপুরহাট একনং ব্লকের একজন মোট চোদ্দোজনকে বহিষ্কার করা হয়। এরআগেও একত্রিশ জনকে তৃণমূল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত বীরভূম জেলায় মোট পঁয়তাল্লিশজনকে বহিষ্কার করলো বীরভূম জেলা তৃণমূল। পঞ্চায়েত ভোটে এর কোনো প্রভাব পড়বে না বলে জানান বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ।

বিজেপির পতাকা জলে ফেলার অভিযোগ

সিউড়ী (নিজস্ব প্রতিনিধি) দোসরা জুলাই রবিবার দুপুর দুটো থেকে মহম্মদবাজার কালীতলা ময়দানে নির্বাচনী সভা করবেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সাংসদ ড সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার তিরিশে জুন রাতে মহম্মদবাজার ব্লকের পুরাতনগ্রাম পঞ্চায়েতের বসন্তপুর গ্রামের পঁয়তাল্লিশ নং বুথে বিজেপির পতাকা পুকুরের জলে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে এই ঘটনা দেখতে পায় বিজেপি কমীরা। মহম্মদবাজার এ মন্ডল সহসভাপতি উত্তম দাস বলেন, তৃণমূল নেতা সোমনাথ ঘোষের নেতৃত্বে এই কুকর্মগুলো করা হচ্ছে। পুলিশকে জানিয়েছি পুলিশ এসেছিল।

বিজেপির ফেস্টুন ছেড়ার অভিযোগ

সিউড়ী (নিজস্ব প্রতিনিধি) মহম্মদবাজার ব্লকের কাঁইজুলি গ্রামে বিজেপির ফেস্টুন ছেঁড়ার অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপি জেলাকমিটি সদস্য ফনীভূষন রায় বলেন, মানুষ তৃনমূলের সঙ্গে নাই তাই এইরকম করছে তৃণমূল। সাইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের মহম্মদবাজার ব্লক তৃণমূল সভাপতি তাপস সিংহ বলেন, একদম মিথ্যা অভিযোগ। বিজেপির জেলাপরিষদের প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা উল্টোপাল্টা বলে বেড়াচ্ছে।

রেল অবরোধ মুরারই স্টেশনে

সিউড়ী (নিজস্ব প্রতিনিধি) মুরারই নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস, রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস সহ বেশ কিছু ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে মুরারই স্টেশনে রেল অবরোধ করা হয়। পয়লা জুলাই শনিবার সকাল থেকে শুরু হয় রেল অবরোধ। রামপুরহাট এরিয়া ম্যানেজার ঘটনাস্থলে এসে দাবি পূরণের চেষ্টা করবো বলে আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। একমাসের মধ্যে প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে একমাস পর আবার অবরোধ করা হবে বলে জানায় অবরোধকারীরা।

ভারতে বিশ্বকাপের ভেন্যু পরিদর্শন করবে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দল

নয়া দিল্লি (ওয়েবডেস্ক) ঃ ভারতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে পাকিস্তান অংশ নেবে কি না, এ নিয়ে আলোচনা অনেক দিন ধরে। গত ২৭ জুন বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণার পর এই শঙ্কা যে পুরোপুরি কেটেছে, তা বলার সুযোগ নেই। কারণ, পাকিস্তানের বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়া নির্ভর করছে সে দেশের সরকারের অনুমতির ওপর। বিশ্বকাপের সূচি অনুযায়ী পাকিস্তান তাদের ৯টি ম্যাচ খেলবে ৫টি ভেন্যুতে। ভারতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার আগে এ পাঁচটি ভেন্যু পরিদর্শন করবে পাকিস্তানের একটি প্রতিনিধি দল। ভারত-পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে। বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যাওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে পাকিস্তান সরকার ভারতে কি বিশ্বকাপ খেলতে যাবে পাকিস্তান দল এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু আগামী ৫ অক্টোবর। প্রথম ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও রানার্সআপ নিউজিল্যান্ড মুখোমুখি হবে আহমেদাবাদে। একই ভেন্যুতে ফাইনাল হবে ১৯ নভেম্বর। ভারত তাদের ৯টি ম্যাচ খেলবে ৯টি ভেন্যুতে। পাকিস্তান তাদের পাঁচটি ম্যাচ খেলার কথা চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, কলকাতা ও আহমেদাবাদে। পাকিস্তানের প্রতিনিধি দল এ পাঁচটি ভেন্যু পরিদর্শন করার কথা।

আন্ত প্রাদেশিক সমন্বয় মন্ত্রণালয়ের (ক্রীড়া) এক কর্মকর্তা বলেছেন, 'নিরাপত্তা প্রতিনিধি দল ও পিসিবির প্রতিনিধি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ম্যাচগুলোর ভেন্যু পরিদর্শন ও পাকিস্তানের জন্য নিরাপত্তা ও অন্য সুবিধা কেমন পাবে, সেটা পরিদর্শন করবে। ভারতে যেকোনো সফরের আগেই সরকারের অনুমতি চাওয়া হয়, তারা সাধারণত ভারতে একটা প্রতিনিধি দল পাঠায়।'

ভারতে গিয়ে প্রতিনিধি দল কী করবে, সেই কথাও জানিয়েছেন সেই কর্মকর্তা, 'প্রতিনিধি দল সেখানকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করবে। সেখানে যেসব খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, গণমাধ্যমকর্মী ও সমর্থক যাবে, তাদের কেমন নিরাপত্তা দেওয়া হবে, তা পরিদর্শন করবে, ওখানে যাবে। কোনো সমস্যা খুঁজে পেলে পিসিবি এই প্রতিবেদন বিসিসিআই ও আইসিসিকে জানাবে।' এর আগে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মুমতাজ জাহারা বলেছিলেন, 'আগামী ৪ জুলাই সাংহাই কো-অপারেশন বৈঠকে অংশ নিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দাওয়াত পেয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তান এই সম্মেলনে অংশ নেবে। ক্রিকেট নিয়ে বলতে পারি, পাকিস্তান মনে করে খেলাধুলার সঙ্গে রাজনীতি জড়ানো ঠিক নয়। ভারতের পাকিস্তানে খেলতে না চাওয়ার সিদ্ধান্ত হতাশাজনক। পাকিস্তানের বিশ্বকাপে খেলা-না খেলার বিষয়ে সব দিক বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে এবং এর মধ্যে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার বিষয়টিও আছে। আমরা সময়মতো পিসিবিকে নিজেদের মতামত জানিয়ে দেব।'

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ছাড়াই হবে এবারের বিশ্বকাপ

নয়া দিল্লি ঃ ব্রেন্ডন ম্যাকমুলান-নামটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোনো দিন ভুলবে বলে মনে হয় না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমর্থকেরাও না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপ খেলা সংশয়ে পড়ে গিয়েছিল আগেই, স্কটল্যান্ডের এই ২৩ বছর বয়সী অলরাউন্ডার তা চূড়ান্ত করে দিলেন। ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রথম দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপেই থাকছে না। আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপ হবে দুইবারের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ছাড়া!

ব্যাপারটা নিশ্চিত হয়ে গেছে, তারপরও কেমন যেন অবিশ্বাস্য লাগতেই পারে। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ছাড়া বিশ্বকাপ! বাছাইপর্বের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে সুপার সিক্স পর্বের তিনটি ম্যাচই ক্যারিবীয়দের জিততে হতো। এরপর তাকিয়ে থাকতে হতো অন্য দলগুলোর দিকে। কিন্তু আজ হারারেতে সুপার সিক্স পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই হেরে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। হেরেছে স্কটল্যান্ডের কাছে, যে স্কটল্যান্ড এর আগে কখনোই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারাতে পারেনি। সেই হারও ৭ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে।

স্কটিশ ইতিহাস গড়ার মঞ্চটা তৈরি করেছেন তাদের বোলাররা। ক্যারিবীয়দের ৪৩.৫ ওভারে ১৮১ রানে অলআউট করার পর ব্যাটসম্যানদের শুধু ঝুঁকিহীন ক্রিকেট খেলতে হতো। আর হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠ রান তাড়ার জন্য আদর্শ। সকালের সুইং ও সিম দুপুরে খুঁজে পাওয়া যায় না। নতুন বলটা দেখেশুনে খেললেই কাজটা সহজ হয়ে যায়। হোল্ডার অবশ্য স্কটিশদের শুরুটা সহজ হতে দেননি, ইনিংসের প্রথম বলেই তাঁর শিকার ওপেনার ক্রিস্টোফার ম্যাকব্রিড।

তবে আরেক ওপেনার ম্যাথু ক্রসকে নিয়ে শুরুর ধাক্কাটা সামলে নেন ম্যাকমুলান। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ১৭৫ বলে ১২৫ রান যোগ করেন দুজন। দ্রুত রানের তাড়া না থাকায় দুজনই সময় নিয়ে খেলেছেন, অপেক্ষা করেছেন ক্যারিবীয়দের বাজে বোলিংয়ের। সেটি এসেছেও। আলজারি জোসেফের প্রথম স্পেল বাদ দিলে ক্যারিবীয় পেসারদের নিশানা ঠিক ছিল না। এলোমেলো বোলিংয়ের সে সুবিধাটা নিয়েছেন ম্যাকমুলান।

৮৫ বলে ৫০ পূর্ণ করে অপরাজিত থেকে ম্যাচ শেষ করে আসার চেষ্টায় ছিলেন তিনি। ৩০তম ওভারে শেফার্ডকে লং অন দিয়ে উড়িয়ে মারতে গিয়ে আউট না হলে হয়তো তাই হতো। আউট হওয়ার আগে ১০৬ বলে ৮টি চার ও ১টি ছক্কায় ৬৯ রান করেছেন ম্যাকমুলান। বাকি কাজটা করেছেন ক্রস। জর্জ মানসি ৩৩ বলে ১৮ রান করে আউট হলেও ১০৭ বলে ৭৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলের জয় নিশ্চিত করেন ক্রস।

উল্টোটা হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিংয়ে। যেটির শুরুটাই দুঃস্বপ্নের মতো। ম্যাকমুলান ব্যাটিং দিয়ে ক্যারিবীয়ের ভোগানোর আগে দেখিয়েছেন তাঁর বোলিং সামর্থ্য। নিজের প্রথম স্পেলেই তাঁর শিকার জনসন চার্লস, শামার ব্রুকস ও ব্রেন্ডন কিং। ৫.২ ওভারে ২৫ রান তুলতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম তিন ব্যাটসম্যান আউট। এর মধ্যে চার্লস ও ব্রুকস আউট হন শূন্য রানেই।

৫টি চারে ২২ বলে ২২ রান করা কিং ভালো কিছুর আভাস দিচ্ছিলেন। কিন্তু আউট হওয়ার পর টপ অর্ডারের আর কেউ বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। ইনিংসের সপ্তম ওভারেই ক্রিস সোলের বলে বোল্ড হন কাইল মেয়ার্স (৯ বলে ৫ রান)। পাওয়ার প্লের ১০ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ রান করেছে ৪৩, যা হারারের সকালের কন্ডিশন বিচারে খারাপ নয়। কিন্তু এই রান তুলতে ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলাটাই সর্বনাশ করেছে।

সে বিপদ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। সুফিয়ান শরিফ লম্বা হতে দেননি ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক হোপের ইনিংস। ১৩তম ওভারে ১৩ রান কট বিহাইন্ড হন হোপ। তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান ৫ উইকেটে ৬০। সেখান থেকে ক্যারিবীয় ইনিংস মেরামতের চেষ্টা করেন নিকোলাস পুরান (২১), জেসন হোল্ডার (৪৫) ও রোমারিও শেপার্ড (৩৬)। তবে তা যথেষ্ট ছিল না। হোল্ডার ও শেপার্ডের ৯৬ বলে ৭৭ রানের জুটির সৌজন্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান দেড় শ ছাড়ায়। তবে এরপর জিততে হলে অবিশ্বাস্য বোলিং অথবা খুব বাজে ব্যাটিং হতে হতো। তা আর হয়নি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সুপার সিক্স পর্বটা শুরুই করেছে পিছিয়ে থেকে। কাগুজে সম্ভাবনায় বাছাইপর্বের ফেবারিট দলগুলোর একটি হিসেবে টুর্নামেন্ট শুরু করলেও ক্যারিবীয়দের মাঠের পারফরম্যান্স শুরু থেকেই ছিল গড়পড়তা। গ্রুপ পর্বে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সুপার ওভারে হেরেছে শাই হোপের দল। এর আগে স্বাগতিক জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেও জিততে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এবার স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে হার।

হারারেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হারের খবরটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল লর্ডসেও। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশেজ টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলায় ধারাভাষ্য দিতে আসা অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের এক চোখ ছিল হারারেতে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া নিয়ে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইক আথারটনের সঙ্গে আলাপ করছিলেন তিনি। আলোচনার ফাঁকে হতাশ হয়েই পঃিটং বললেন, 'ওরা (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) কত দ্রুত কতটা নিচে নেমে এসেছে, ভাবা যায়!'

পন্টিংয়ের মতো একই প্রশ্ন নিশ্চয়ই ক্রিকেট সমর্থকদের মনেও ঘুরপাক খাচ্ছে।

হেরেও ফুটবলারদের প্রশংসা বাংলাদেশ কোচের, রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ তপুদের

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ কুয়েতের সঙ্গে দারুণ লড়েও অতিরিক্ত সময়ে গোল খেয়ে হার। বেঙ্গালুরুতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠা হলো না বাংলাদেশের। ফাইনালে উঠতে পারলে সেটি হতো বড় অর্জন। কারণ, বাংলাদেশ দল এবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে গেছে সেমিফাইনালকে পাখির চোখ করেই। বাংলাদেশ দল ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলেছে এই টুর্নামেঃেট। কোচ হাভিয়ের কাবরেরার হাতে ছিল না কোনো নির্ভরযোগ্য স্ট্রাইকার। তারপরও মালদ্বীপ ও ভুটান ম্যাচে বাংলাদেশ তিনটি করে গোল করেছে। তারপর আজ দুর্দান্ত লড়াকু ফুটবল। কাবরেরা তাঁর দল নিয়ে গর্বিত হতেই পারেন। আজ ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তাঁর কণ্ঠে থাকল শিষ্যদের প্রশংসা, 'সেমিফাইনালে আমরা হারলেও দলের পারফরম্যান্স অসাধারণ হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে ছেলেরা যে ধারাবাহিক ফুটবল খেলেছে, ওদের প্রশংসা করতেই হবে। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। আমি ছেলেদের জন্য গর্বিত। ওরা সেরাটা দিয়েছে। আমরা গোলের সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু কাজে লাগাতে পারিনি।' ফিফার তালিকায় ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা দলের বিপক্ষে বাংলাদেশ খেলেছে নিজেদের সেরা ফুটবল। বাংলাদেশ দ্বিতীয় মিনিটেই গোল করে এগিয়ে যেতে পারত। সেটা হয়নি শেখ মোরছালিন সহজ সুযোগ নষ্ট করায়। দ্বিতীয়ার্ধে রাকিবের শট লাগে বারে। সব মিলিয়ে এই হারে কোনো গ্লানি নেই। কাবরেরার আফসোস থেকে যাচ্ছে, 'আজ আমরা খেলেছি সম্ভবত টুর্নামেন্টের সেরা দলটার সঙ্গে। ওরা গ্রুপে শীর্ষে ছিল।। হয়তো আমরা তাদের হারিয়ে ফাইনালে উঠতে পারিনি, উঠতে পারলে আরও বেশি খুশি হতাম।' ম্যাচ শেষে মাঠে খুশি ছিলেন না বাংলাদেশ দলের ফুটবলাররা। তাঁরা ভারতীয় রেফারি জন ক্রিস্টালের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। বাংলাদেশ দলের মিডিয়া অফিসার খালিদ মাহমুদ বেঙ্গালুরু থেকে ফোনে প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ দল রেফারিং নিয়ে খুবই অসন্তুষ্ট। তাঁর ভাষ্য, এ ম্যাচে ভারতীয় রেফারি কুয়েতের অনেক ফাউল এড়িয়ে গেছেন, আবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কঠিন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এ কারণে ফুটবলারদের ক্ষোভ রেফারির ওপর। বাংলাদেশ দলের ডাগআউটে আজ দুটি লাল কার্ড দেখান রেফারি। একটি ফিজিও ডেভিড মাগান ও অন্যটি ম্যানেজার আমের খানকে। হলুদ কার্ড দেখানো হয়েছে বাংলাদেশ দলের সহকারী কোচ হাসান আল মামুনকে। তিন কার্ডে ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ দল। এর আগে টুর্নামেন্টে দুটি লাল কার্ড দেখেছেন ভারতের কোচ ইগর স্টিমাচ।

জানা গেছে, বাংলাদেশ দলের সেন্টারব্যাক ও শেষ দিকে জামাল ভূঁইয়ার জায়গায় ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করা তপু বর্মণ বলেছেন, 'রেফারিই এ ম্যাচে বাংলাদেশ দলকে কিল করেছে।' বাংলাদেশ দলের মিডিয়া ম্যানেজার বলেছেন, 'রেফারিং নিয়ে বাংলাদেশ দলের ড্রেসিংরুমেও ক্ষোভে ফেটে পড়েন ফুটবলাররা।'সংবাদ সম্মেলনেও এ নিয়ে প্রশ্ন হয়েছে। তবে বাংলাদেশ কোচ রেফারিং-বিয়ষক প্রশ্নে কোনো মন্তব্য করেননি। সাফের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক হেলাল প্রথম আলোকে বলেছেন, 'রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ হওয়ার মতো কিছু দেখিনি। ম্যাচে ভালো রেফারিংই হয়েছে বলব।'

বর্ণবাদ ও মুসলিমভীতির অপরাধে তিন বছরের জেল হতে পারে পিএসজি কোচের

প্যারিস ঃ ধর্ম, বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্যের অভিযোগে পিএসজি কোচ ক্রিস্তোফ গালতিয়ের এবং তাঁর ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে ফ্রান্সের পুলিশ। নিয়মানুযায়ী, আটকের পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গালতিয়ের ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে হয় অভিযোগ গঠন করে গ্রেপ্তার দেখাতে হবে, নয়তো ছেড়ে দিতে হবে। সরকারি কৌঁসুলির বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, গালতিয়ের ও তাঁর ছেলে জন ভ্লাহোভিচকে 'শুনানিতে উপস্থিত করার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে'। তবে এখনই রক্ষা পাচ্ছেন না গালতিয়ের। নিসের কৌঁসুলি জানিয়েছেন, আগামী ১৫ ডিসেম্বর গালতিয়েরকে আদালতের কাঠগড়ায় বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। দোষী প্রমাণিত হলে ৩ বছরের জেল ও ৪৫ হাজার ইউরো জরিমানা হতে পারে।

২০২১-২২ মৌসুমে লিগ আঁর দল নিসের কোচ থাকতে গালতিয়ের মুসলিম খেলোয়াড়দের প্রতি বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক মন্তব্য করেছিলেন, এ অভিযোগ ওঠার পর গত এপ্রিলে তদন্ত শুরু হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন গালতিয়ের এবং তাঁর ছেলে ভ্লাহোভিচ। কাল শুনানিতে গালতিয়ের 'তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন' বলে সরকারি কৌঁসুলি হাভিয়ের বোনোহাম এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

এ বছরের শুরুতে নিসের মালিকের উদ্দেশে পরিচালক জুলিয়ান ফরনিয়েরের পাঠানো একটি মেইল ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গালতিয়েরের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো সামনে আসে। ফাঁস হওয়া সেই মেইলে গালতিয়েরের সঙ্গে কাজ করা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায় জুলিয়ানকে, যেখানে তিনি গালতিয়েরের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গ ও মুসলিম খেলোয়াড়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ আনেন। সেই মেইলে জানা যায়, গালতিয়ের নাকি বলেছিলেন, দলে অনেক বেশি মুসলিম ও কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়। এরপরই তদন্ত শুরু হয়।

জুলিয়ান ফরনিয়ের দাবি করেছেন, সেই মেইলে গালতিয়ের তাঁকে বলেছিলেন, 'আমাদের এই শহরের (নিস) বাস্তবতা বোঝা উচিত আর তাই দলে এত বেশি কৃষ্ণাঙ্গ ও মুসলিম খেলোয়াড় থাকা উচিত নয়।' ফরনিয়ের আরও দাবি করেছেন, গালতিয়ের 'মুসলিম খেলোয়াড়দের সংখ্যা যতটা সম্ভব কমাতে দল ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন'। এদিকে পিএসজিতে গালতিয়েরের কোচিং অধ্যায় একরকম শেষই হয়ে গেছে। ২০২২ সালে দুই বছরের চুক্তিতে প্যারিসে এলেও এক বছর পরই তাঁকে বিদায় করে দেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। পিএসজির নতুন কোচ হিসেবে বার্সেলোনার সাবেক কোচ লুইস এনরিকেকে নিয়োগ দেওয়ার জোর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস কি বিপদ ডেকে আনতে পারে?

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ কল্পনা করুন আপনি একটি ধুসর রঙের ভালুকের সঙ্গে লড়াই করছেন। কেবল আপনি একা এবং একটি ভালুকের মধ্যে সামনাসামনি লড়াই। কে জিতবে বলে মনে হয়? অথবা ধরা যাক একটা কুমীর, অথবা একটা শঙ্খচূড় সাপ কিংবা একটা ঈগলের সঙ্গে লড়াইয়ে?

যুক্তরাষ্ট্রে ২০২১ সালে মোট ১ হাজার ৭শ মানুষের ওপর ইউগভ পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, ৬ শতাংশ মানুষ বলেছেন ভালুকের সঙ্গে এরকম লড়াইয়ে তারাই জিতবেন। আর কুমীরের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতবেন বলেছেন ৬ শতাংশের চেয়ে সামান্য বেশি কিছু মানুষ।

এ ছাড়া ২৩ শতাংশ মানুষ বলেছেন, তারা শঙ্খচূড় সাপের সঙ্গেও জিতবেন। ৩৮ শতাংশ বলেছেন তারা লড়াইয়ে ঈগলকে হারাতে পারবেন।

হয়তো এসব মানুষের মধ্যে টার্জানের মতো ক্ষমতা আছে। কিন্তু এরকম সম্ভাবনাই বেশি যে, এরা আসলে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী।

কিংবা ধরা যাক, আকাশে থাকা একটি বিমানকে জরুরী ভিত্তিতে অবতরণ করাতে হবে এটিকে বিধ্বস্ত না করে এবং যাত্রীদের প্রাণহানি ছাড়াই। আপনি কি পারবেন?

সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডে ইউনিভার্সিটি অব ওয়াইকাটোর একজন গবেষক, কায়লা জর্ডান তার এক সমীক্ষায় উত্তরদাতাদের কাছে এই প্রশ্ন রেখেছিলেন।

বহু মানুষের বিশ্বাস তারা একাকী সামনা-সামনি লড়াই করে ভাল্লুকের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে।

এবারও দেখা গেল, লোকজনের আত্মবিশ্বাস অবাক করার মতো। যাদের কাছে গবেষক এই প্রশ্ন রেখেছিলেন তাদের অর্ধেক বলেছেন, তারা নিরাপদে বিমানটি মাটিতে নামাতে পারবেন এমন সম্ভাবনা ২০ শতাংশ।

উত্তরদাতাদের যখন তিন মিনিটের একটি ভিডিও দেখানো হলো, যেখানে একজন দক্ষ পাইলট একটি বিমান মাটিতে নামিয়ে আনছেন, তখন তো তাদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। এবার তারা বললেন, নিরাপদে যে তারা বিমানটি নামাতে পারবেন সেই সম্ভাবনা ৩০ শতাংশ।

আর ২৫ শতাংশ উত্তরদাতা তো আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী, তারা বললেন, তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা ৬০ শতাংশ।

ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন ? এরা স্বীকার করছেন যে একটি উড়ন্ত বিমানকে কারও সাহায্য ছাড়া নিরাপদে মাটিতে নামিয়ে আনা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা কাজ, এর জন্য বিরাট দক্ষতার প্রয়োজন। তারপরও বিরাট সংখ্যক মানুষ, যাদের কোন দক্ষতাই নেই, তারা মনে করছেন একটা জরুরী পরিস্থিতিতে তারা একটি বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সেটিকে নিরাপদে অবতরণ করাতে পারবেন কারও সাহায্য ছাড়াই।

যে ভিডিওটি তাদের দেখানো হয়েছিল, সেটি বিমানের ককপিটের পেছন থেকে রেকর্ড করা। সেখানে কোন শব্দ ছিল না। পাইলট তার হাত দিয়ে কী করছেন, সেটি দর্শকরা দেখতে পাচ্ছিলেন না। একজন পাইলট, যিনি এই ভিডিওটি দেখেছেন, তিনি বলেছিলেন, এটি একেবারেই অকাজের একটি ভিডিও, এটি দেখে শেখার কিছু নেই।

এরকম দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে, যেখানে পাইলট ককপিটে অসুস্থ হয়ে পড়ে যাওয়ার পর যাত্রীরা এটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন এবং, এরপর সফলভাবে এটিকে মাটিতে নামাতে সক্ষম হয়েছেন।

এরকম সর্বসাম্প্রতিক ঘটনাটি ঘটেছে ২০২২ সালের মে মাসে ফ্লোরিডায়। কিন্তু এক্ষেত্রে যাত্রী ড্যারেন হ্যারিসনকে সাহায্য করেছিলেন একজন এয়ার ট্রাফিক কংট্রোলার, যিনি একই সঙ্গে একজন ফ্লাইং ইনস্ট্রাক্টর। বিমানটি অবতরণ করানোর পুরো সময়টা জুড়ে এই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার কাম ফ্লাইং ইনস্ট্রাক্টর ড্যারেন হ্যারিসনকে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন কী করতে হবে।

একজন অভিজ্ঞ পাইলটের মতে, কারও সাহায্য না নিয়ে একটি বিমানকে নিরাপদে অবতরণ করানোর ক্ষেত্রে একজনের সাফল্যের সম্ভাবনা দশ হতে পনের শতাংশ। নিউজিল্যান্ডের গবেষণায় উত্তরদাতাদের যত ভাগ বলেছিলেন তারা এই কাজ পারবেন, তার তুলনায় অনেক কম।

মানুষের মধ্যে এই যে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, এটি যে কেবল জীবনমৃত্যুর মুখোমুখি পরিস্থিতিতেই যে দেখা যায়, তা নয়।

আরেকটি ইউগভ জরিপে মানুষের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, ২৩ বারের গ্রান্ড স্লাম জয়ী সেরেনা উইলিয়ামসের বিরুদ্ধে টেনিস ম্যাচে তারা কোন পয়েন্ট অর্জন করতে পারবে কিনা। ৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছে তারা পারবে। আর কেবল পুরুষদের মধ্যে এরকম আত্মবিশ্বাসীর সংখ্যা ১২ শতাংশ।

ড্রাইভিং এর বেলাতেও এরকম মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায় অনেক মানুষের মধ্যে।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮১ সালে পরিচালিত একটি গবেষণার কথা এক্ষেত্রে প্রায়শই উল্লেখ করা হয়। এতে দেখা গিয়েছিল, ৯৩ শতাংশ ড্রাইভারই মনে করে তারা গড়পড়তা ড্রাইভারের চেয়ে ভালো। অথচ পরিসংখ্যানের দিক থেকে বিচার করলে, এরকম হওয়ার কোন সম্ভাবনাই আসলে নেই।

এই 'কগনিভিটিভ বায়াস' বা জ্ঞানজাত পক্ষপাতকে অনেক সময় 'লেক ওবেগন ইফেক্ট' বলা হয়। লেখক গ্যারিসন কেইলার্সের এক কাল্পনিক শহরের নামে এই নাম দেয়া হয়েছে। এই শহরের সব শিশুই নাকি গড়পড়তার চেয়ে ভালো। তবে এটির টেকনিক্যাল নাম হচ্ছে 'ইল্যুসরি সুপিরিয়রিটি' বা 'গড়পড়তার চেয়ে ভালো ইফেক্ট।' কিছু কিছু মানুষকে যদি গড়পড়তার চেয়ে ভালো হতে হয়, কিছু লোককে তো অবশ্যই গড়পড়তা হতে হবে, এবং অন্য কিছু মানুষকে হতে হবে গড়পড়তার চেয়ে খারাপ। কিন্তু তারপরও আমরা নিজেদের গড়পড়তার নীচে দেখতে চাই না।

একইভাবে, আমাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে, যারা স্বীকার করে না যে তারা কিছু জানে না। এর ফলে যেটা দাঁড়ায়, তা হলো, নিজের জ্ঞানের অতিরিক্ত দাবি করে এরা নিজেদের জাহির করে।

আপনি কি কোলারিনের কথা শুনেছেন? কিংবা প্যারালাক্স প্লেটের কথা?

এই দুটিই আসলে বানানো আজগুবি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। কিন্তু লোকজনকে যখন প্রশ্ন করা হলো, তখন অনেকেই বললো, হ্যাঁ শুনেছি, বা জানি।

একটু আত্মবিশ্বাস থাকলে সেটা অবশ্যই ভালো। আমরা চাই, শিশুরা যেন নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখে এবং নতুন কিছু করার চেষ্টা করে। সাফল্য অনেক সময় আসে ঝুঁকি নিতে পারলে। আমরা যদি নিজেদের যেটুকু সক্ষমতা, তার পুরোটা কাজে লাগাতে পারি, তার তার চেয়ে বেশি কিছু করার চেষ্টা করতে পারি।

আপনি যদি নিজেকে আত্মবিশ্বাসী বলে দেখাতে পারেন, তখন আপনি অন্যদেরকেও আত্মবিশ্বাসী হতে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারেন। আপনি যদি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারেন তখন মানুষ আপনাকে অনেক বেশি বিশ্বাস করবে, আপনার ওপর আস্থা রাখবে।

কিন্তু এখানে আবার একটা আপাতবৈপরীত্য আছে। মনোবিজ্ঞানে এটিকে বলা হয় 'ডানিংক্রুগার ইফেক্ট।'

একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছিল যারা নিজেদের যোগ্যতা নিয়ে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী, সত্যিকারের অর্জনের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারাই সবচেয়ে খারাপ করে।

অনেকে অবশ্য এই ধারণার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। তবে আমার ধারণা, আমি কোভিড লকডাউনের সময় এই ইফেক্টের কবলে পড়েছিলাম।

আমার দীর্ঘদিনের বিশ্বাস ছিল, আমি খুব ভালো পিয়ানো বাদক হতে পারবো, যদি কিনা আমার নিজের একটি পিয়ানো থাকে এবং আমি সেটি নিয়মিত বাজাতে পারি।

কিন্তু যখন আমি একটি পিয়ানো কিনলাম এবং প্র্যাকটিস শুরু করলাম, তখন আমি দেখলাম আমি এক্ষেত্রে মোটেই ভালো নই, একেবারে যাচ্ছেতাই।

তাহলে মানুষের মধ্যে এই যে মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখা যায়, এর উৎস কোথায়? একটি ব্যাপার তো স্পষ্ট, এখানে কোন মানুষের ব্যক্তিত্ব কেমন, সেটা একটা কারণ।

যেসব মানুষ 'নার্সিসিজম' বা আত্মপ্রেমে ভুগে, তাদের মধ্যে 'সবজান্তা' ভাবটা প্রকট। আর লিঙ্গেরও যে একটা ভূমিকা আছে, সেটা তো আমরা দেখেছি। সেটা ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করা হোক, বা সেরেনা উইলিয়ামসের বিপক্ষে ম্যাচ খেলা হোক, পুরুষদের মধ্যে এরকম অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের দেখা মিলবে বেশি।

পুরুষরা যে নারীদের চেয়ে শারীরিকভাবে শক্তিশালী, তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই এধরণের প্রশ্নের ক্ষেত্রে তারা এরকম আত্মবিশ্বাস দেখাবে, সেটা আশা করা যেতে পারে। কিন্তু নিরাপদে বিমান অবতরণের চ্যালেঞ্জের বেলায়? সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, নারীর তুলনায় পুরুষরা বেশি আত্মবিশ্বাসী।

তবে এখানে ব্যাপারটা তো শুধু আমরা কে, তা নিয়ে নয়। আমরা কী করি, সেটাও একটা ব্যাপার।

ককপিটের সেই ভিডিওটার কথা ভাবুন। যারা এই ভিডিওটি দেখেছেন, তারা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। গবেষকদের ধারণা, ভিডিওটি দেখে উত্তরদাতারা নিজেদেরকে ঐরকম একটা ভূমিকায় কল্পনা করছিলেন।

কিন্তু এরকম ভুল আত্মবিশ্বাসের বড় বিপদ আছে, আমাদের ঝামেলায় ফেলতে পারে।

কায়লা জর্ডান, যিনি বিমান অবতরণ নিয়ে সমীক্ষাটি চালিয়েছিলেন, তিনি মনে করেন, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিৎ। বিবিসিতে আমাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাই বলেছিলেন।

আমরা দেখেছি, একটি মাত্র ছোট্ট ভিডিও দেখার পর মানুষের আত্মবিশ্বাস কিভাবে ২৮ শতাংশ বেড়ে গেল। আপনি যখন মনে করছেন যে একটি বিমান আপনি অবতরণ করাতে পারবেন, যেটা কিনা আপনি আসলে পারবেন না, তখন বাকী যাত্রীরা হয়তো আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে যদি আপনি এই কাজের জন্য যোগ্যতর কাউকে কাজটি করতে দেন, বলছিলেন তিনি।

নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস থাকা ভালো। আমরা এমন একটা পরিবেশে এখন বাস করি, যেখানে আমাদের উৎসাহিত করা হয় এরকমটা ভাবতে যে - আমি সবকিছু করতে পারি যদি কিনা আমি নিজের ওপর বিশ্বাস রাখি।

আমরা নিজেকে নিয়ে সংশয়ে ভুগতে চাই না, সারাক্ষণ ব্যর্থতার ভয়ে থাকতে চাই না।

কিন্তু আমাদের নিজেদের সক্ষমতা সম্পর্কে একটা অকপট ধারণা থাকা ভালো।

কাজেই যদি আপনি একটি ধুসর ভালুকের মুখে পড়েন, সেটির সঙ্গে লড়াই না করে এড়িয়ে যাওটাই ভালো। আর সেরেনা উইলিয়ামস যদি আপনাকে টেনিস ম্যাচ খেলার চ্যালেঞ্জ দেয়, ভদ্রভাবে তাকে 'না' বলাটাই শ্রেয়।

টুকরো খবর

বিবাহ সমতার মামলায় দেখতে হবে পরিবারের দ্বারা সমকামী, রূপান্তরকামী মানুষদের উপরে ঘটা হিংসার লেন্স দিয়ে : মীনাক্ষী সান্যাল

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ভারতের শীর্ষ আদালত, সুপ্রিম কোর্টে ম্যারেজ ইক্যুয়ালিটি বা বিবাহ সমতা মামলা সারা দেশেই আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। সমকামী ও রূপান্তরকামী মানুষদের বিবাহের অধিকার বিষয়ক একাধিক পিটিশন দায়ের হওয়ার পর এই মামলার শুনানী শুরু হয় শীর্ষ আদালতে। রাষ্ট্র ও পিটিশনার - উভয় পক্ষের দীর্ঘ সওয়াল-জবাব ইতিমধ্যেই পেশ হয়েছে। এখন অপেক্ষা রায়ের। উল্লেখযোগ্য হল এই মামলা শুধুই 'সেম সেক্স ম্যারেজ' বা সমকামী বিবাহের নয়, এখানে বলা হচ্ছে বিবাহে সমতার কথা এবং পিটিশনারদের একাংশের বক্তব্যে উঠে এসেছে জন্মসূত্রে যে পরিবার তার তরফে সমকামী, রূপান্তরকামী মানুষদের উপরে যে হিংসা সংঘটিত হয় ও তার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে এলজিবিটিকিউআই গোষ্ঠীর মানুষদের 'চোজেন ফ্যামিলি'র আইনি স্বীকৃতির বিষয়টি।

ম্যারেজ ইক্যুয়ালিটি বা বিবাহের সমানাধিকারের এই পিটিশনের বিষয়টি কীভাবে শুরু হয়েছিল? এবং আপনি কেন এক্ষেত্রে পিটিশনার হলেন?

২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ভারতে সমকামীতাকে 'ডিক্রিনালাইজ' করা হয়, অর্থাৎ আইনিভাবে ভারতে সমকামীতা কোনও অপরাধ নয়। এই রায়ের পরে আমাদের মনে হয়েছিল এর পরে কী? আমরা 'ক্রিমিনাল' নই এটুকু বলেই কী রাষ্ট্রের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? তখন হয়তো মনে হয়েছিল অনেক কিছু পাওয়া গেল। কমিউনিটির মধ্যেও দীর্ঘদিন একটা নীরবতা ছিল। তারপর আসতে থাকে একটার পর একটা পিটিশন।

আমি বাদে আরও তিন জন ক্যুইয়ার ফেমিনিস্ট অ্যাকটিভিস্ট, যাঁরা দিল্লি, মুম্বই ও বরোদায় আছেন এবং ছ'জন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পিটিশনার আছেন। আমাদের পিটিশন-এর আগে প্রায় ১৭, ১৮টা পিটিশন জমা পড়েছিল। তার মধ্যে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, ফরেন ম্যারেজ অ্যাক্ট ও স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট-এর আন্ডার-এ এই পিটিশনগুলি জমা পড়েছিল। এর কারণ, মনে রাখা দরকার এলজিবিটিকিউআইএ কমিউনিটি হোমোজিনিয়াস নয়, অর্থাৎ সেখানে সবাই এক রকম নয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল, হয়তো দু'জন মানুষ, যাঁরা অনেক দিন ধরে একসঙ্গে আছেন, তাঁরা নিজেদের সম্পর্কের স্বীকৃতি চান, নানাভাবে, তাঁরা একজন হোন, দু'জন হোম, তাঁরা নিজেদের জন্য পিটিশন জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল এই কমিউনিটির সেই মানুষেরা যাঁরা সুপ্রিম কোর্ট তো অনেক দূর শহরের সাপোর্ট সিস্টেম পর্যন্তই পৌঁছতে পারেন না অথচ তাঁরা সাঙ্ঘাতিকভাবে অত্যাচারিত হন, তাঁদের নিয়ে কথা বলার কেউ ছিল না।

আমাদের ২০০৮ সালে তৈরি হওয়া একটা জাতীয় নেটওয়ার্ক আছে লেসবিয়ান, বাইসেক্সুয়াল, ইন্টারসেক্স মানুষদের, যেখানে আমরা আমাদের কমিউনিটির নানা বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে কথা বলি, এই নেটওয়ার্কে এক সময়ে এমন অবস্থা হয়েছিল যে প্রত্যন্ত গ্রাম, শহর ব্যতিরেকে একাধিক ঘটনার খবর আসতে থাকে। তখন আমাদের মনে হয়েছিল, জন্মসূত্রে যে পরিবার সেই পারিবারিক হিংসার উৎসটা বুঝতে হবে এবং গোটা বিষয়টিকে এই লেন্স দিয়ে দেখতে হবে। ধরুন, বিয়ের অধিকার যদি আইন করে পাওয়া যায়, তাহলে পরদিন থেকেই কি আমাদের কমিউনিটির মানুষদের উপর হিংসা বন্ধ হয়ে যাবে? তাই এই ভায়োলেন্স-এর লেন্স থেকেই ঢোকার প্রয়োজনীয়তা বুঝে আমাদের একসঙ্গে হওয়া ও পিটিশন দাখিল করা।

কেন আপনাদের পিটিশনকে অন্যগুলির থেকে আলাদা বলছেন?

বিভিন্ন মিডিয়ায়, আলোচনায় বিষয়টিকে সেম-সেক্স ম্যারেজ বলা হচ্ছে, কোথাও এটাকে ম্যারেজ ইক্যুয়ালিটি রাইটস বা বিবাহের সমানাধিকার বলে দেখা হচ্ছে না। মানে বিয়ে যদি একটা অধিকার হয়, তাহলে এই অধিকার সবার জন্য হবে। এবারে হেটেরোসেক্সুয়াল বা বিসমকামী অনেক মানুষ বিয়ে করেন না, তেমনি হোমোসেক্সুয়াল বা সমকামী অনেক মানুষও বিয়ে করেন না। এটা তার সিদ্ধান্ত হবে, রাষ্ট্র ঠিক করে দেবে না যে - তুমি বিয়ে করতে পারো আর তুমি বিয়ে করতে পারো না। সেই জায়গা থেকেই আমাদের মনে হয়েছিল যে এটাকে ম্যারেজ ইক্যুয়ালিটি রাইটস বলা উচিত। লক্ষ্য করার বিষয় হল, সুপ্রিম কোর্টের শুনানির সময় রাষ্ট্র যেভাবে বলছিল - সমকামীদের বিয়ে করার কী দরকার? ওটা তো একটা পবিত্র প্রতিষ্ঠান, যেটা একমাত্র পুরুষের সঙ্গে নারীর হয়। অর্থাৎ এখানে গূঢ় অর্থ হল বিয়ের উদ্দেশ্য - সন্তান উৎপাদন। সন্তান উৎপাদন কীভাবে হয়? তারজন্য পরিবারের মতো একটা সেট আপ দরকার। এই পরিবার একটা আমরা জন্মসূত্রে পাই আরেকটা বিয়ের সূত্রে পাই। দু'ভাবে পাওয়া পরিবারেরই একটা আঁটোসাঁটো নিয়ম আছে, যেগুলো পরিবারকে অবশ্যই পালন করে চলতে হয় এবং পালন করতে তার পরবর্তী প্রজন্মকে বাধ্য করা হয়। এই যে হেটেরোনর্মাটিভিটি, যা মেনে চলতে বাধ্য করা হয়, সেই জায়গা থেকেই এই বিষয়টির বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন বলে আমাদের মনে হয়েছিল। পরিবারকে একটা অনেক উঁচু জায়গায় রাখা হয়। সিরিয়াল, সিনেমা, সিরিজ - পিরিয়ড ড্রামা থেকে সমসাময়িক যা কিছু, সেখানে পরিবারকে একটা অনেক বড় জায়গায় রাখা হয়।পরিবার চলবে একজনের কথা মতো। এই যে পরিবারতন্ত্র, পুরুষতন্ত্র - এটা একটা সিস্টেম, যাকে অনড় রাখতে হয়। ফলত সেখানে আমাদের মতো মানুষ যদি জন্মে যায়, তাহলে সে মেয়ে হলে তাকে কারেক্টিভ রেপ করা হয়, জবরদস্তি বিয়ে দেওয়া হয়, যা মহামারীতেও বন্ধ হয়নি। আমাদের কথা ছিল - বিয়ে থাকলে সবার জন্য থাকবে। জানি, এটা একটা অত্যন্ত স্ট্রাকচার্ড জিনিস, পরিবারতন্ত্র। নারীবাদী হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে আমার এতে আপত্তি আছে। এই আইন যদি আসে, আমি ব্যক্তিগতভাবে বিয়ে করব না। কিন্তু তার মানে, আমার কোনও অধিকার নেই আমাদের কমিউনিটির কোন মানুষ বিয়ে করবেন আর কোন মানুষ বিয়ে করবেন না সেটা আমরা ঠিক করে দেব। কীভাবে সে তার অধিকারকে ব্যবহার করবে সেটা সম্পূর্ণভাবে তার ব্যাপার। সুতরাং, হয় সবাইকে অধিকার দেওয়া হোক, না হলে বিয়েটাকে উঠিয়ে দেওয়া হোক সবার জন্য। কারণ নালসা জাজমেন্ট-এ রূপান্তরকামী মানুষদের আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার সময়ে বলা হয়েছিল যে সবাই মানুষ। তাহলে বিয়ের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে মনুষ্যেতর হয়ে গেলাম? এইটা ছিল আমাদের পিটিশন-এর একটা বিষয়।

এবার পরিবারের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যারা আমাদের মতো ক্যুইয়ার মানুষ, ট্রান্স মানুষ তাঁদের মধ্যে কত মানুষ কত অল্প বয়সে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে চলে যায়। বাধ্য করা হয় তাঁদের। সেই মানুষেরা যাঁরা একটা বিকল্প সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করেন, সেই মানুষদের কাছে পরিবার কোনটা? আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা - যখন একজন মেয়ে বলছেন, আমাকে বিয়ে দিও না, আমি নিজের জীবন, একটি ছেলের জীবন নষ্ট করব না, তাকে বলা হচ্ছে হয় তুমি এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যাও নাহলে বিয়ে করো। তখন তার কাছে অন্য রাস্তা থাকে না, আগুপিছু না ভেবে অজানার উদ্দেশ্যে তিনি পাড়ি দেন। এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে। ফলত, আমার কাছে, আমাদের কাছে কোনটা পরিবার? সেই বাড়িটা না কি যাঁরা তাকে সেই সাপোর্ট সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসছে তাঁরা? যখন একটি মেয়ে এইরকম বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একটা জায়গায় থাকে তখন হঠাৎ অসুস্থ হলে, হাসপাতালে বন্ড সই করতে হলে হাসপাতাল থেকে বলে, বাড়ির লোক নিয়ে আসুন, আপনারা কারা? তাই আমরা বলেছি, 'চোজেন ফ্যামিলি'কে আইনত মান্যতা দিতে হবে, আইনি অধিকার দিতে হবে। আর এটাই ক্যুইয়ার ও রূপান্তরকামী মানুষদের বাস্তব।

এবারো কি বাংলাদেশে বড় কোনো বন্যার আশঙ্কা আছে?

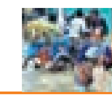

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ উজানে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে পাহাড়ি ঢল বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় নেমে আসতে শুরু করেছে। স্থানীয়রা বলছেন, এরইমধ্যে হাওরগুলো জলেতে টইটুম্বুর হয়ে গেছে। আশংকা বাড়ছে এমন বৃষ্টি আরো দিন দুয়েক চলতে থাকলে ডুবে যাবে নিম্নাঞ্চলসহ অনেক এলাকা। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বলছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও উজানে ভারি থেকে অতিভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে এই অঞ্চলের সুরমা, যাদুকাটা, সারিগোয়াইন, সোমেশ্বরি নদীর জলের উচ্চতা বাড়তে পারে। ফলে সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা জেলার কিছু অঞ্চলে স্বল্পমেয়াদে বন্যা দেখা দিতে পারে। সুনামগঞ্জ জল উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ শামসুদ্দোহা বলেন, আগামী দুই দিনে সুনামগঞ্জ শহরের আশেপাশে হাওর এলাকার সাথে যুক্ত যেসব নিম্নাঞ্চল আছে সেগুলো প্লাবিত হতে পারে। ভারতের সীমান্তের সাথে এই জেলার পাহাড়ি এলাকা থেকে জলের ঢল নেমে আসে বলেও জানান এই কর্মকর্তা। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়েও সুনামগঞ্জ জেলাটিতে একটি আকস্মিক বন্যা হয়েছিল। তবে সেটি চার-পাঁচদিনের বেশি স্থায়ী হয়নি।

ইরান তুরস্ক সীমান্তে আফগান অভিবাসীদের অপহরণ করে যেভাবে নির্যাতন চালানো হচ্ছে

তুরস্ক (এজেন্সী) ঃ তালেবানের ভয়ে যেসব আফগান তাদের দেশ থেকে পালিয়ে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, ইরান ও তুরস্ক সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার সময় বিভিন্ন অপরাধী গ্রুপ তাদের অপহরণ করে তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালাচ্ছে বলে বিবিসির এক অনুসন্ধানে জানা গেছে।

অপহৃত এসব আফগানকে জিম্মি করে তাদের ওপর চালানো নির্যাতনের ভিডিও তাদের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে তাদের মুক্তির বিনিময়ে বিশাল অংকের মুক্তিপণ দাবি করা হচ্ছে।

একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের ওপর একদল আফগান, যারা আফগানিস্তান থেকে অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তাদের সবাই একজন আরেকজনের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা। তাদের গলায় তালা লাগানো। তারা তাদের মুক্তির জন্য আবেদন জানাচ্ছেন।

যারা এই ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে বলছি। আমাকে গতকাল অপহরণ করা হয়েছে। তারা আমাদের প্রত্যেকের মুক্তির জন্য চার হাজার ডলার দাবি করছে। দিন রাত সারাক্ষণ তারা আমাদের মারধর করে, বলছেন এক ব্যক্তি, তার ঠোঁট রক্তাক্ত, সারা মুখে ধুলো জমে আছে।

আরেকটি ভিডিওতে একদল নগ্ন পুরুষকে দেখা যাচ্ছে। তাদেরকে তুষারের ওপর হামাগুড়ি দিতে দেখা যাচ্ছে। এক ব্যক্তি চাবুক হাতে তাদের পেছন দিক থেকে তাড়া করছে। আমার পরিবার আছে, আমার সঙ্গে এরকম করবেন না আমার স্ত্রী সন্তান আছে, অনুগ্রহ করে আমাকে দয়া করুন, এক ব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে আরেকজনের কাছে অনুনয় করছিলেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই অপরাধী গ্রুপের এক সদস্য ছুরি ধরে তার ওপর যৌন নির্যাতন চালায় যা ভিডিওতে ধারণ করা হয়।

এসব অস্বস্তিকর ভিডিও প্রমাণ করে যে ইরানে এধরনের অপরাধী গ্রুপের তৎপরতা বেড়ে গেছে যারা আফগানিস্তান থেকে ইউরোপের দিকে পালিয়ে যাওয়ার পথে লোকজনকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করছে।

ইরানের ভেতর দিয়ে এই পথ ধরে আফগানদের প্রথমে তুরস্ক এবং পরে সেখান থেকে ইউরোপে পাচার করা হচ্ছে কয়েক দশক ধরে।

আমি নিজেও এই পথ ধরে ১২ বছর আগে ইরান থেকে যুক্তরাজ্যে পালিয়ে গিয়েছিলাম যেখানে আমাকে থাকার (অ্যাসাইলাম) অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এই রুটটি এখন আগের চেয়েও আরো বেশি বিপদজনক হয়ে ওঠেছে।

যারা ইরান থেকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তুরস্কে যেতে চাইছেন, তাদেরকে শুস্ক ও পাহাড়ি এলাকার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এই পথে ছায়ার নিচে আশ্রয় নেওয়ার জন্য কোন গাছপালাও নেই। ফলে ওই এলাকায় টহলরত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের চোখ ফাঁকি দেওয়া কঠিন।

তালেবান বাহিনী ২০২১ সালের অগাস্ট মাসে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পর হাজার হাজার আফগান দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এই পথে আফগানদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় অপরাধী গ্রুপগুলো এটাকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ হিসেবে দেখছে।

পাচারকারীদের সঙ্গে মিলে তারা ইরানি সীমান্তের ভেতর থেকে লোকজনকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। মুক্তির বিনিময়ে এদের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থও দাবি করা হচ্ছে যারা ইতোমধ্যেই পাচারকারীদের প্রচুর অর্থ দিয়েছেন।

সীমান্ত এলাকার অন্তত ১০টি গ্রাম থেকে এধরনের নির্যাতনের ঘটনা বিবিসি টিম জানতে পেরেছে। একজন অধিকারকর্মী, যিনি গত তিন বছর ধরে এধরনের নির্যাতনের ওপর কাজ করেছেন, তিনি আমাদের বলেছেন এমন একটা সময় গেছে যখন তিনি প্রতিদিন এধরনের দু'তিনটি ভিডিও পেতেন।

তুরস্কের বাণিজ্যিক রাজধানী ইস্তাম্বুলের একটি অ্যাপার্টমেন্টে আমিনার সঙ্গে আমাদের দেখা হলো।

তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের একজন সফল পুলিশ অফিসার। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারেন যে তালেবান পুনরায় ক্ষমতা দখল করতে যাচ্ছে তখন তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। কারণ এর আগে তিনি তালেবানের কাছ থেকে নানা ধরনের হুমকি পেয়েছেন।

আমিনা অত্যন্ত মৃদুভাষী। তার মাথায় বেগুনি রঙের স্কার্ফ। সীমান্তে তার অভিজ্ঞতার কথা তিনি আমাকে জানালেন ঃ এসময় অপরাধীদের একটি গ্রুপ তাকে ও তার পরিবারকে জিম্মি করেছিল।

আমি খুব ভয় পেয়ে যাই, আমি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি, কারণ আমি সন্তানসম্ভবা ছিলাম এবং সেখানে কোনো চিকিৎসক ছিল না। আমরা আরো শুনেছি যে অল্পবয়সী বহু ছেলেকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

আমিনার পিতা আমাদের বললেন যে তার মেয়ে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অপহরণ করার পর অপরাধী ওই গ্যাংটি তার কাছে একটি ভিডিও পাঠিয়েছিল যাতে অপরিচিত এক আফগানের ওপর নির্যাতন চালাতে দেখা যাচ্ছে।

এরকম অবস্থার মধ্যে আমি ছিলাম। এধরনের ভিডিও পাঠিয়ে তারা আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছিল তুমি যদি মুক্তিপণ না দাও তাহলে আমরা তোমার মেয়ে ও জামাতাকে হত্যা করবো, বলেন তিনি।

আমিনার পিতা হাজি তার পরিবারের সদস্যদের মুক্তির জন্য আফগানিস্তানে তার বাড়ি বিক্রি করে দিলেন। তার পর তিনি নিজেও তুরস্কে চলে আসতে সক্ষম হলেন।

কিন্তু আটদিন ধরে সীমান্তে আমিনার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা অবর্ণনীয়।

এসময় তার সন্তানের মৃত্যু হয়। আমিনাসহ অন্যান্যদের পালিয়ে আসার পথে অপরাধী গ্রুপের পাশাপাশি আরো একটি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, প্রাচীর।

তুরস্ক-ইরানে সীমান্তের অর্ধেকেরও বেশি পথে রয়েছে তিন মিটার উঁচু প্রাচীর যাতে কাঁটাতার জড়ানো। এই সীমান্ত সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে গেছে। সেখানে ইলেকট্রনিক সেন্সরও বসানো আছে, আছে ওয়াচ-টাওয়ার। এসবের পেছনে অর্থ যুগিয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন।

অভিবাসন-প্রত্যাশীরা যাতে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে না পারে সেজন্য তুরস্ক ২০১৭ সালে এই প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করে। কিন্তু তারপরেও লোকেরা আসছে।

আমিনা এবং আরো কয়েকজন আমাদের জানিয়েছেন যে তুর্কী কর্তৃপক্ষ তাদেরকে এক রাতে ইরানের ভেতরে ঠেলে দেওয়ার পর তারা ইরানের একটি সহিংস গ্রুপের হাতে পড়ে গিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার গ্রুপগুলোও একই ধরনের অভিযোগ করেছে।

মাহমুত কাগান একজন তুর্কী মানবাধিকার আইনজীবী যিনি আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি বলেন এভাবে সীমান্তের অন্যপাশে ঠেলে দেওয়া আন্তর্জাতিক আইনে অবৈধ। এবং লোকজনকে এভাবে ঠেলে দেওয়ার কারণেই অপরাধী গ্রুপগুলো সুযোগ পাচ্ছে ঃ

এসব অপরাধ পুশব্যাকের সাথে জড়িত। কারণ এর ফলে অসহায় পরিবারগুলো সব ধরনের নির্যাতনের মুখে পড়ে যাচ্ছে, বলেন তিনি।

এই অভিযোগে বিষয়ে তুর্কি কর্তৃপক্ষ কোনো মন্তব্য করেনি। মানবাধিকার গ্রুপগুলো যখন একই ধরনের অভিযোগ তুলেছে তখন তুর্কি সরকার তার জবাবে লোকজনকে জোর করে ঠেলে পাঠানো বা পুশব্যাকের কথা অস্বীকার করেছে। তারা বলছে যখনই কেউ অবৈধ উপায়ে তুরস্কে ঢোকার চেষ্টা করছে সীমান্ত ব্যবস্থাপনার মধ্যেই তাদেরকে থামানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই প্রাচীর নির্মাণের আগে স্থানীয় বহু মানুষ বিভিন্ন ধরনের পণ্য সীমান্তের ওপাশে পাচার করে অর্থ উপার্জন করতো। কিন্তু এখন এধরনের বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এদের কেউ কেউ এখন অভিবাসীদের অপহরণ ও পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

তুরস্কের একটি শহর ভান, যা ইরান সীমান্তের সবচেয়ে কাছে। এই শহরটি অভিবাসী অপহরণের একটি কেন্দ্র। সেখানে একজন তরুণ আফগান আহমেদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, যিনি তার পরবর্তী যাত্রা নিয়ে পাচারকারীদের সঙ্গে দেন-দরবার করছিলেন।

আহমেদের এক ভাইকে তার পরিবারের কিছু সদস্যসহ ইরান সীমান্তের ভেতরে অপহরণ করা হয়েছিল। গত বছর তারা যখন আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তখন এই অপহরণের ঘটনা ঘটে।

আহমেদ তখনও আফগানিস্তানে ছিলেন। এসময় একটি অপরাধী গ্রুপের কাছ থেকে তাকে টেলিফোন করে তার কাছে মুক্তিপণ দাবি করা হয়।

আমি বলেছি আমাদের কোনো অর্থ নেই। অপহরণকারীরা আমার ভাইকে মারধর করছিল। ফোনে আমরা সেটা শুনতে পাচ্ছিলাম, বলেন তিনি।

তাদের মুক্তির ব্যাপারে অর্থ সংগ্রহের জন্য আহমেদ তার পরিবারের অনেক জিনিসপত্র বিক্রি করে দেন। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তাকে তার ভাই-এর মতো একই ভাবে পালানো থেকে থামাতে পারেনি। তালেবানের ক্ষমতা গ্রহণের পর অর্থনৈতিক সঙ্কটের মুখে ছয় মাস পরে তিনি নিজেও একই পথ ধরেন।

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে সাঈদ নামের এক যুবকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, যিনি ছয় ছয়বার আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে তুরস্কে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

তাকে বলা হয়েছিল যে তাকে কিছু জাল কাগজপত্র দেওয়া হবে যা দিয়ে তিনি তুরস্কে যেতে পারবেন। কিন্তু তিনি বলেছেন যে দালাল তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে এবং তাকে একটি অপরাধী গ্রুপের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে যার তার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে এবং মুক্তির বিনিময়ে তার কাছ থেকে দশ হাজার ডলার মুক্তিপণ দাবি করেছে।

আমি খুব ভয় পেয়ে যাই। তারা আমার যে কোনো ক্ষতি করতে পারতো। আমার চোখ তুলে ফেলতে পারতো, আমার কিডনি বিক্রি করে দিতে পারতো, আমার হৃৎপিণ্ড বের করে ফেলতে পারতো, বলেন তিনি।

কিন্তু তিনি আমাদের বলেন যে একসময় তিনি তার 'মর্যাদা' হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তিনি শুনতে পান অপরাধী গ্রুপের সদস্যরা তাকে ধর্ষণ করে সেই ভিডিও তার পরিবারের কাছে পাঠানোর ব্যাপারে আলোচনা করছে।

শেষ পর্যন্ত তিনি ৫০০ ডলার দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন।

সীমান্ত এলাকায় এধরনের অপরাধী গ্রুপের তৎপরতা বন্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেবিষয়ে আমরা ইরানি সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা তাদের কাছ থেকে কোনো জবাব পাইনি।

ইরানের ভেতরে বিবিসি নিষিদ্ধ। ফলে বিষয়টি আরো তদন্ত করে দেখার জন্য আমরা ইরানে যেতে পারিনি।

সাঈদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর তিনি আবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এই আফগান তরুণ বলেন যে তিনি আবার রওনা দিয়েছেন এবং ইতোমধ্যে আবার তেহরানে পৌঁছে গেছেন। সেটাও ছিল আট মাস আগের কথা। এর পর আমরা তার কাছ থেকে আর কিছু শুনিনি।

আর আমিনা, যিনি ইতোমধ্যে তুরস্কে পৌঁছে গেছেন তিনি এখন তার ট্রমা কাটিয়ে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছেন।

আমি ছেড়ে দেব না। আমি জানি যে আমি মা হবো। আমি জানি আমি শক্তিশালী হবো, বলেন তিনি।

এই প্রতিবেদনে নিরাপত্তার কথা ভেবে কারো কারো নাম বদলে দেওয়া হয়েছে।

বাস দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে মৃত্যু ২৬ জনের

নাগপুর (এজেন্সী) ঃ মহারাষ্ট্রে একটি দ্রুতগতির বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ার পরে সেটিতে আগুন ধরে যায়। আগুনে ঝলসে এখনও পর্যন্ত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার রাত প্রায় দুটো নাগাদ ওই ঘটনা বুলঢানা জেলার একটি দ্রুতগতির মহাসড়কে ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

আহত অবস্থায় সাত জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বাসটিতে ৩৩ জন যাত্রী ছিলেন।

বুলঢানা জেলার পুলিশ সুপার সুনীল কাড়াসণে বিবিসিকে জানিয়েছেন ওই বেসরকারি বাসটি নাগপুর থেকে সমৃদ্ধি মহাসড়ক দিয়ে পুণের দিকে যাচ্ছিল।

দুর্ঘটনার শিকার বাসটির জীবিত যাত্রীদের কাছ থেকে জানা গেছে যে সিন্ধখেড় রাজা নামের একটি জায়গায় বাসটির টায়ার ফেটে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারায়।

একটি স্তম্ভের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এরপর বাসটি উল্টে যায় আর বাসের ডিজেল ট্যাঙ্কে আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটে।

সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন বাসটির সামনের দিকে যাত্রীরা প্রায় সবাই আগুনে ঝলসে মারা গেছেন। কয়েকজন পিছনের দিকের জানলার কাঁচ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।

বেঁচে যাওয়া এক যাত্রী বিবিসিকে জানিয়েছেন, আমার ছত্রপতি সম্ভাজী নগর স্টপে নামার কথা ছিল। তখনও প্রায় এক ঘণ্টা বাকি ছিল আমার স্টপ আসতে। কিন্তু আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম নামার। হঠাৎই বাসটা উল্টে যায়। আমি আর আমার বন্ধু নীচে পড়ে যাই। আমার আগের আসনের কয়েকজনকে দেখি কাঁচ ভেঙ্গে বাইরে বেরুনোর চেষ্টা করছে। আমিও তাদের মতোই জানলা দিয়ে বাইরে লাফ মারি, জানিয়েছেন ওই বাসযাত্রী।

তার কথায়, বাস উল্টে যেতেই আগুন ধরে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে পুরো বাসটাতেই আগুন ধরে যায়। ভেতর থেকে অন্য যাত্রীদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাদের কিছুই করার ছিল না।

দুর্ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তারপরে নিহতদের দেহগুলি বার করে আনা হয়। বুলঢাণার জেলাশাসক এইচপি তুম্মুড় সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, মৃতদেহগুলির শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে। ডিএনএ পরীক্ষা করার পরে সেগুলি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মৃতদের এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে পাঁচ লক্ষ টাকা করে সহায়তার ঘোষণা করেছেন। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে টুইট করে জানিয়েছেন মি. শিণ্ডে।

অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ার নিহতদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেও প্রশ্ন তুলেছেন ওই সমৃদ্ধি মহাসড়কের নির্মাণ নিয়েই।

তিনি বলছেন , সমৃদ্ধি হাইওয়ের শুরু থেকেই একাধিক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। সমৃদ্ধি হাইওয়েতে নির্মাণের ত্রুটির কারণেই যে বারবার দুর্ঘটনা হচ্ছে, সেটা প্রমাণিত।

চামড়ার দাম কমায় যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাদ্রাসা ও এতিমখানা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ চলতি বছর দেশে কোরবানির চামড়ার দাম নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও দাম গতবছরের তুলনায় খুব একটা বেড়েছে বলে খবর পাওয়া যায়নি। যার কারণে মাদ্রাসা ও এতিমখানার মতো প্রতিষ্ঠান যাদের আয়ের একটি অন্যতম উৎস কোরবানির পশুর চামড়া, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। এতিমখানা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এবার তারা গতবারের তুলনায় কিছুটা কম চামড়া সংগ্রহ করেছেন। আর দামও ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ৭৫০ টাকার মধ্যেই উঠানামা করেছে। যার কারণে খুব একটা আয়ের মুখ তারা দেখতে পারেননি। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা ইফতেখার হোসেন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, এ বছর সারা দেশে ঈদ-উল আযহা উপলক্ষ্যে এক কোটি ৪১ হাজার ৮১২টি পশু কোরবানি হয়েছে। এরমধ্যে ৪৫ লাখ ৮১ হাজার ৬০টি গরু। বাকি পশুদের মধ্যে মহিষ, ছাগল ও ভেড়া উল্লেখযোগ্য। গত বছরের তুলনায় এবার ৯১ হাজারের বেশি পশু কোরবানি করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পশু কোরবানি হয়েছে ঢাকা বিভাগে। প্রতিটি গরুর চামড়া গড়ে ৬০০ টাকা করে হিসাব করলেও দেশে এবার শুধু গরুর চামড়ার বাজারের আকার ২৭৪ কোটি ৮৬ লাখ টাকার বেশি। সরকার এবছর লবণযুক্ত চামড়ার দাম ঢাকায় প্রতি বর্গফুট ৫০-৫৫ টাকা নির্ধারণ করে দিলেও বাস্তবে বিক্রি করতে গিয়ে এর চেয়ে কম দাম পেয়েছেন বলেও অভিযোগ করেছেন কেউ কেউ। রাজধানী ঢাকার তেজতুরী বাজার এলাকায় অবস্থিত রহমতে আল ইসলাম মিশন এতিমখানার সুপারিনটেনডেন্ট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, তাদের প্রতিষ্ঠানে ১৩০০ মতো ছেলে-মেয়ে আবাসিকভাবে পড়াশুনা করেন। এদের কারো কাছ থেকেই বেতন বা থাকা-খাওয়ার খরচ নেন না তারা। এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় আট শতাধিক শিক্ষার্থী এতিম। পুরো প্রতিষ্ঠানটির অর্থের বড় যোগান আসে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সার্বিক সহযোগিতা এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট থেকে। খরচের কিছু অংশ আসে কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রির অর্থ থেকে, যদিও এর পরিমাণ বর্তমানে খুবই কম। মি. ইসলাম বলেন, এবছর ৯৫৮টি চামড়া শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করেছেন তারা। এসব চামড়া প্রতিটি ৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ৭৫০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করছেন তারা। এবছর আমরা হয়তো সাত লাখের মতো হয়তো সাড়ে সাত লাখ পাবো আরকি। এবছর তেমন একটা আয় হয়নি, বলেন তিনি। এই আয় এই প্রতিষ্ঠানটির মোট বার্ষিক খরচের তুলনায় খুবই নগন্য বলে জানান তিনি। গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের কোরবানির ঈদে তাদের সংগ্রহে ছিল ১০১২টি চামড়া। তবে সেবছরও দাম অনেকটা একই রকম গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। কত বছর আগে চামড়ার দাম ভাল পেয়েছেন জানতে চাইলে মি. ইসলাম বলেন, চার-পাঁচ বছর আগে তারা চামড়ার বেশ ভাল দাম পেয়েছেন। সেসময় প্রতিটা চামড়া তারা দুই হাজার টাকা থেকে শুরু করে ২৩০০-২৪০০ করে বিক্রি করেছেন বলে জানান।